কুরআন ও হাদীসের আলোকে

সচ্ছলতা লাভের উপায়

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

সচ্ছলতা লাভের উপায়

রচনা

ডক্টর ফযলে এলাহী

এসোসিয়েট প্রফেসর

মোহাম্মদ বিন সঊদ ইউনিভার্সিটি, রিয়াদ

ভাষান্তর

হেলালুদ্দিন আহমাদ

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

চকবাজার/বাংলাবাজার, ঢাকা

টেলিগ্রাম চ্যানেল লিংক

https://t.me/islaMic_fdf

কোরআন ও হাদীসের আলোকে

সচ্ছলতা লাভের উপায়

রচনা ঃ ডক্টর ফযলে এলাহী
এসোসিয়েট প্রফেসর
মোহাম্মদ বিন সউদ ইউনির্ভাসিটি
রিয়াদ

ভাষান্তর ঃ হেলালুদ্দিন আহমাদ

প্রকাশক ঃ মাওলানা মাসঊদুল হাসান
নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী
৫৯ চকবাজার, ঢাকা।

ফোন ঃ ৭৩১০১৫৩

প্রকাশকাল ঃ ফেব্রুয়ারী ২০০৭ ইং

হাদিয়া ঃ ১০০ টাকা মাত্র।

[সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত]

অধমের নিবেদন

এটা সত্য যে, পার্থিব জীবনে মানুষের চিন্তা ও চেষ্টার উপর সর্বাধিক দখল যে বিষয়টির তা হলো 'জীবিকা'। পেটের সামান্য খোরাক, দেহ ঢাকার বস্ত্র আর একটু মাথা গোঁজার ঠাঁই পাবার জন্য মানুষ কত কিছুনা করে চলেছে। জায়েয-নাজায়েয, বৈধাবৈধ কিছুই সে গ্রাহ্যে আনছে না। চোখ বুঁজে দু' হাতে শুধু আহরণ করে চলেছে এবং এ চেষ্টায় নিয়ত গলদঘর্ম হচ্ছে।

এপ্রসঙ্গে পবিত্র কোরআন ও হাদীসের পরিবেশিত তথ্য হতে আমরা একথা সুস্পষ্টরূপেই বলতে পারি যে, রিযিক তথা দুনিয়ার যাবতীয় ধনভাণ্ডারের একচ্ছত্র অধিকার রয়েছে শুধুমাত্র মহান রাব্বুল আলামীনের হাতে। রিযিক লাভের চেষ্টায় যে যতই গলদঘর্ম হোক না কেন, রাব্বুল আলামীনের মঞ্জুর না হলে কারো পক্ষেই কিছু লাভ করা সম্ভব নয়। জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে মানুষ যদিও অন্ধ হয়ে চলার নীতি অনুসরণ করে চলছে, কিন্তু আল্লাহ্ পাক মুসলমানদের গোটা জীবনেই বৈধাবৈধ ও জায়েয-নাজায়েযের একটা বাধ্যবাধকতা রেখেছেন। ঐ সীমা অতিক্রম করা তাদের জন্য বৈধ যেমন নয়, তেমনি কোন বিচারেই তা হিতকরও নয়।

থাক সে প্রসঙ্গ। সেটা আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে পড়ে না। আমরা যে কথাটা এখানে বলতে চাই তা হল, দুনিয়াতে মানুষকে যে ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হয়, সেখানে জীবিকার প্রশ্নটা খুব ঘনিষ্ঠ রকমের প্রাসঙ্গিক। মুসলমান তার জীবনের অতীব প্রয়োজনীয় একটি প্রসঙ্গের চিন্তায় দিশেহারা হয়ে পড়ুক, আল্লাহ্ পাক এটা নিশ্চয়ই চান

না। তাই তিনি তাদের প্রাত্যহিক জীবনাচারেরই কিছু কর্মকাণ্ডের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য রেখেছেন যে, সেগুলোর সুষ্ঠু অনুসরণের ফলে মুসলমান তাদের জীবনের অতীব ঘনিষ্ঠ প্রসঙ্গ 'জীবিকা'-র ব্যাপারে ভাবনামুক্ত হতে পারে। তন্মধ্য হতে কয়েকটি জীবনাচার তথা আমলের কথা লেখক এ পুস্তকে উল্লেখ করেছেন। উল্লিখিত আমলগুলোর যদিও আরো বহুবিধ উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য রয়েছে, কিন্তু লেখক এখানে শুধু আমলগুলোর ঐসব বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা সম্পর্কেই আলোচনা করেছেন, যা তার বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রাসঙ্গিক।

পুস্তকটির আলোচনা সংক্ষিপ্ত হলেও সুখপাঠ্য ও সাবলীল। মূল পুস্তকটি উর্দু ভাষায় রচিত। আমি আমার মাতৃভাষায় তারই একটা সরল প্রকাশ ঘটাতে চেষ্টা করেছি। ভুল-বিচ্যুতি অবশ্যই থাকতে পারে। আর সে জন্য আমার অযোগ্যতাই প্রধানত দায়ী। আল্লাহ্ পাকের নিকট করজোড় ক্ষমা ভিক্ষা করি—তিনি যেন আমার জীবনের সব ভুল-বিচ্যুতি ও অসঙ্গত আচরণ তাঁর ক্ষমা ও অনুগ্রহের চাদরে ঢেকে দেন, আর এই পুস্তক দ্বারা পাঠক সমাজকে উপকৃত করে আমার শ্রম সার্থক করেন। আপনাদের নিকটও অনুরোধ—এ গুনাহ্গারকে আপনাদের দু'আয় শরীক রাখবেন।

তারিখ
জানুয়ারী ২০০৭ইং

বিনীত
হেলালুদ্দিন আহমাদ

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম কথা	৯
দু'আ ও শোকর	১২
তওবা-ইস্তেগফার	১৪
তওবা ইস্তেগফারের তাৎপর্য	১৪
তওবা-ইস্তেগফার জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ	১৬
তাকওয়া ও খোদাভীতি	২৪
তাকওয়া ও খোদাভীতির তাৎপর্য	২৪
তাকওয়া ও খোদাভীতি জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ	২৫
আল্লাহ্ ভরসা	৩৩
তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্ ভরসার তাৎপর্য	৩৩
আল্লাহ্ ভরসা সচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণ	৩৪
'আল্লাহ্ ভরসা' অর্থ কি জীবিকা উপার্জনের সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ করা ?	৩৬
ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়া	৪০
ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়ার তাৎপর্য	৪০
ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়া জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ	৪১
ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা পালন	৪৪
ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্য	৪৪

বিষয়	পৃষ্ঠা
ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণ	৪৪
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা	৪৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্য	৪৭
আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা রিযিক লাভের উপায় হবার কারণ	৪৮
আত্মীয়তার সম্পর্ক কীভাবে রক্ষা করা হবে ?	৫৩
নাফরমান ও গোনাহ্গার আত্মীয়দের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহমী'-র পদ্ধতি	৫৩
আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা	৫৮
আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার তাৎপর্য	৫৮
আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণ	৫৮
তালিবে ইলম তথা দ্বীনের শিক্ষার্থীদের পিছনে ব্যয় করা	৬৮
দুর্বল ও অসহায়ের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা	৭১
আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করা	৭৩
আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করার ব্যাখ্যা	৭৩
আল্লাহ্ রাস্তায় হিজরত করা সচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণ	৭৪
শেষ কথা	৭৭

প্রকাশকের কথা

পবিত্র কালামে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন, وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون 'আমার ইবাদত করার জন্যই আমি মানব ও জিন জাতি সৃষ্টি করেছি'। (সূরা-যারিয়াত-৫৬) 'ইবাদত' অর্থ দাসত্ব বা আনুগত্য। অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক মানবজাতীর জন্য যেসব বিধি-নিষেধ অবতীর্ণ করেছেন, দুনিয়াতে মানুষ সৃষ্টির পিছনে তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য হলো—মানুষ তাঁর নির্ধারিত সেসব বিধি-নিষেধ পূর্ণাঙ্গরূপে অনুসরণ করে চলবে।

মানুষের আখেরাতের সাফল্য-ব্যর্থতা ও মঙ্গলামঙ্গল শতভাগ নির্ভর করে সেই বিধিবিধান তথা জীবন-রীতি অনুসরণের উপর। আর দুনিয়াতেও, মানুষের স্থূল দৃষ্টি তার সাফল্য-ব্যর্থতাকে যেমন করেই দেখুক, প্রকৃতপক্ষে তা নির্ভর করে আল্লাহ্ পাকের আনুগত্যেরই উপর।

মানুষের সেই স্থূল দৃষ্টি ও চিন্তা-চেতনার সামনে আল্লাহ্ পাকের বিধান তথা জীবন-ব্যবস্থার সৌন্দর্য্য ও মহত্বকে তুলে ধরার জন্য যুগে যুগে মনীষীগণ তাদের সাধ্য অনুযায়ী লেখনী ও বাণী নিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আমাদের এ প্রচেষ্টা সে ধারাবাহিকতারই একটি ক্ষুদ্র অংশ। আশাকরি আল্লাহ্ পাক এ মেহনত কবুল করবেন এবং এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে তাঁর অনুগ্রহ-বারিতে সিক্ত করবেন। আমীন!

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

প্রথম কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

মানুষের নানাবিধ সমস্যার মধ্যে অন্যতম সমস্যা হলো রিযিকের সমস্যা। অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও রিযিকের স্বাচ্ছন্দ্য সকলেরই কাম্য। মানুষ তার শ্রম, চেষ্টা ও চিন্তার সিংহ ভাগই ব্যয় করে থাকে রিযিকের স্বাচ্ছন্দ্য ও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা অর্জনের পিছনে।

কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, অধিকাংশ মানুষেরই ধারণা—কুরআন-সুন্নাহ্ তথা ইসলামী বিধিবিধানের অনুসরণ অর্থনৈতিক সচ্ছলতা লাভের পথে প্রধানতম অন্তরায়। আরো অধিক দুঃখের বিষয় হলো, এমন অনেক লোক আছেন যারা নিজেদেরকে ইসলামের অনুসারী বলে মনে করে থাকেন, তারাও এ ধারণা পোষণ করেন যে, অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও রিযিকের স্বাচ্ছন্দ্য লাভের জন্য ইসলামী বিধিবিধান অনুসরণের ক্ষেত্রে খানিকটা শৈথিল্য না করলেই নয়।

সেই মূর্খ বা জ্ঞানপাপীদের জানা উচিত যে, এই গোটা জগতের খালিক ও মালিক আল্লাহ্ জাল্লা জালালুহুর অবতীর্ণ দ্বীন মানুষকে যেমন পারলৌকিক সাফল্য অর্জনের শিক্ষা দান করেছে, তেমনি তাদের পার্থিব উন্নতি-অবনতির স্পষ্ট পথের দিশাও সে দিয়েছে। আসমানী এই দ্বীনের উদ্দেশ্য যেমন মানুষের আখেরাতের জীবনকে উজ্জ্বল ও আলোকিত করে তোলা, তেমনি এই দ্বীন অবতারণের পিছনে মহান রাব্বুল আলামীনের এ উদ্দেশ্যও ছিল, যাতে মানব সমাজ দ্বীন অবলম্বন করে তাদের পার্থিব জীবনকেও সুখ ও সৌভাগ্য দিয়ে ভরে তুলতে পারে। রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, যাকে মহান রাব্বুল আলামীন গোটা মানব

জাতির জন্য 'উসওয়ায়ে হাসানা' তথা 'উত্তম আদর্শ'-রূপে ঘোষণা করেছেন, তিনি আল্লাহ্ পাকের দরবারে সর্বাধিক যে দু'আটি করতেন, তাতে দুনিয়া ও আখিরাতের ভালাই ও কল্যাণেরই আকুতি ছিল। এ বিষয়ে হাদীসের নিম্নোক্ত বিবরণটি লক্ষ করুন—

روى الامام البخارى عن انس رضى الله عنه قال : كان اكثر دعاء النبى صلى الله عليه وسلم "ربنا اتنا فى الدنيا حسنة و فى الاخرة حسنة وقنا عذاب النار" ـ

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আনাস (রাযি.) হতে রেওয়ায়ত করেন, তিনি বলেছেন, 'নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সর্বাধিক দু'আ ছিল—রাব্বানা আতিনা ফিদ্দুন্য়া হাসানাতাওঁ ওয়াফিল আখিরাতি হাসানাতাওঁ ওয়াকিনা আযাবান্নার্। অর্থাৎ, আয় আমাদের রব্! আমাদেরকে দুনিয়া-আখিরাতের কল্যাণ দান করুন এবং জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা করুন।'[১]

তো জীবনের সীংহভাগ সময় যে বিষয়টি মানুষকে ব্যস্ত করে রাখে, এবং যে বিষয়টি নিয়ে মানুষ সর্বাধিক চিন্তিত ও বিপর্যস্ত, সেই জীবিকা অর্জনের উপায় সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক ও রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিতাব ও হাদীসে সুন্দর ও সুস্পষ্ট বর্ণনার মাধ্যমে মানুষকে চিন্তামুক্ত হবার উপায় করে দিয়েছেন। এখন মানুষ যদি যথার্থরূপে তা অনুধাবন করে সঠিক পন্থায় সেগুলো নিজেদের জীবনে গ্রহণ করে, তাহলে সন্দেহ নেই যে, মহান রাব্বুল আলামীন, যিনি الرزاق ذو القوة المتين,[২] তিনি চারিদিক থেকে মানুষের জন্য রিযিকের দরজা খুলে দিবেন, এবং অজস্র ধারায় আসমান থেকে নাযিল করবেন খয়ের ও বরকত, আর যমীন থেকে অকৃপণভাবে উৎপন্ন করবেন অসংখ্য নেয়ামত।

আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে ইনশাআল্লাহ্ এই পুস্তকে আমরা কোরআন ও

---

[১] সহীহ্ বুখারী। ১১/১৯১

[২] الرزاق ذو القوة المتين আল্লাহ্ পাকই তো জীবিকাদাতা, শক্তির আধার, পরাক্রান্ত।
—সূরা যারিয়াত ৫৮

হাদীসের আলোকে রিযিক লাভ তথা জীবিকা অর্জনের দশটি উপায় সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করব। আশা করি মওলায়ে করীম পুস্তকটিকে উসীলা করে তাঁর ঐ সকল পথভুলা বান্দাদের পথ প্রাপ্তির উপায় করে দিবেন, যারা জীবিকা অর্জনের চেষ্টায় গলদঘর্ম হচ্ছেন তো ঠিকই, কিন্তু জীবিকা লাভের শরীঅত সমর্থিত উপায় সম্পর্কে অজ্ঞ, কিংবা জ্ঞাত থাকা সত্ত্বেও ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে সেগুলো থেকে চোখ ফিরিয়ে রেখেছেন।

কিতাবটি রচনার ক্ষেত্রে আমরা যে বিন্যাসরীতি অনুসরণ করেছি তা অনেকটা নিম্নরূপ—

১. আমাদের আলোচনার ভিত্তিমূল হিসাবে কুরআন ও হাদীসকে নিরূপণ করা হয়েছে।

২. উল্লিখিত হাদীসসমূহ বর্ণনার ক্ষেত্রে বর্ণনাকারীদের পরম্পরা উল্লেখ না করে সরাসরি রাবির নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া বুখারী ও মুসলিম শরীফ ছাড়া অন্যান্য কিতাব থেকে উদ্ধৃত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা প্রমাণের ক্ষেত্রে ওলামায়ে কেরামের অভিমতসমূহ উল্লেখ করা হয়েছে। বুখারী ও মুসলিম শরীফের হাদীসসমূহের ক্ষেত্রে আলেমদের অভিমত উল্লেখ না করার কারণ হলো, এ দু'টি কিতাবে বর্ণিত হাদীসসমূহের বিশুদ্ধতা বিষয়ে গোটা উম্মত ঐকমত্য পোষণ করে থাকে।*

৩. কোরআনের পবিত্র আয়াত এবং হাদীসসমূহের পাশাপাশি তফসীর ও ব্যাখ্যাগ্রন্থের আলোচনাসমূহ উল্লেখ করার যথাসাধ্য চেষ্টা করা হয়েছে।

৪. কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত জীবিকা অর্জনের পদ্ধতি সম্পর্কে অস্পষ্টতা বা দুর্বোদ্ধতা নিরসন কল্পে ওলামায়ে কেরামের বিভিন্ন বাণী ও ব্যাখ্যা উল্লেখের মাধ্যমে সেগুলোকে যথাসাধ্য সুস্পষ্ট ও সহজবোধ্য করতে চেষ্টা করা হয়েছে।

৫. কিতাবে উল্লিখিত জীবিকা অর্জনের বিভিন্ন শরয়ী পদ্ধতির আলোচ্য উপকারিতা ছাড়া আরো বিবিধ যেসব উপকারিতা রয়েছে, সেগুলোর আলোচনা আমরা সচেতনভাবেই এড়িয়ে গিয়েছি। আর এটা করা

---

* মুকাদ্দামাতুন্নববী শরহে সহীহ মুসলিম-১৪, নুযহাতুন্ নযর ফী তাওযীহি নুখবাতুল ফিকার-২৯

হয়েছে যেহেতু সেগুলো আমাদের বর্তমান পুস্তকের আলোচ্য বিষয় নয় সে কারণেই।

৬. এ পুস্তকে কোরআন ও হাদীসে বর্ণিত জীবিকা অর্জন ও স্বচ্ছলতা লাভের সকল উপায় সম্পর্কে আলোচনা করার ইচ্ছাও যেমন আমাদের নেই, তেমনি তার দাবীও করা হচ্ছে না। আমি শুধু আল্লাহ্ পাক আমাকে যে ক'টি বিষয় সম্পর্কে বুঝবার তওফীক দান করেছেন, সে বিষয় ক'টি নিয়েই আলোচনা করতে চেষ্টা করেছি।

তো আমার আলোচনার পরিধি নিম্নোক্ত বিষয়গুলোর মধ্যেই আমি সীমাবদ্ধ রেখেছি। বিষয়গুলো হলো এই—

১। তওবা-ইস্তেগফার।
২। তাকওয়া ও খোদাভীতি।
৩। আল্লাহ্ ভরসা।
৪। ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়া।
৫। হজ্জ ও ওমরা।
৬। আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখা।
৭। আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা।
৮। তালিবে ইল্ম তথা দ্বীনের শিক্ষার্থীদের পিছনে ব্যয় করা।
৯। দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা।
১০। আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করা।

দু'আ ও শোকর

সমস্ত প্রশংসা ঐ রাব্বুল আলামীনের যিনি আমার মত একজন অযোগ্য ও অসমর্থ্য ব্যক্তিকে এ বিষয়ে কলম ধারণ করার তওফীক দান করেছেন। আমার এ কাজে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন, আমার সেসব শুভাকাঙ্খী ও স্নেহাস্পদদের প্রতি রইল আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও দু'আ।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যতের নিকট প্রার্থনা—আমার এই মেহনতকে যেন তিনি আমার ও আমার মুহ্তারাম আব্বা-আম্মার আখেরাতের যখীরা

হিসাবে কবুল করেন। আর আমার ভাই, বন্ধু, সন্তান, আত্মীয়স্বজন ও সমস্ত মুসলমানদেরকে যেন জীবিকা অর্জনের শরয়ী উপায় ও পদ্ধতিগুলো গ্রহণ করার তওফীক দান করেন এবং আমাদের সকলের জন্য দুনিয়া-আখেরাতের খয়ের ও বরকতের দরজা খুলে দেন।

انه سميع مجيب ٭ آمين يا رب العالمين وصلى الله تعالى على نبينا وعلى اله و اصحابه واتباعه و بارك وسلم -

ফজলে এলাহী

বিসমিল্লাহির রাহ্মানির রাহীম

তওবা-ইস্তেগফার

যেসকল উপায়ের মাধ্যমে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট রিযিক তলব করা হয়, এবং মহান রাব্বুল আলামীন যেসকল উপায়কে জীবিকা লাভের মাধ্যম রূপে নির্ধারণ করেছেন, তন্মধ্যে অন্যতম হল রাব্বুল আলামীনের দরবারে তওবা-ইস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা করা। এ বিষয়ে ইনশাআল্লাহ্ আমরা নিম্নের দু'টি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। তওবা-ইস্তেগফারের তাৎপর্য।

২। তওবা-ইস্তেগফার জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

তওবা ইস্তেগফারের তাৎপর্য

অনেকের ধারণা তওবা-ইস্তেগফারের সম্পর্ক শুধু জবানের সঙ্গে। তারা হয়ত মুখে استغفر الله واتوب اليه (আল্লাহ্ পাকের নিকট আমি আমার গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি এবং নিজের পাপাচার হতে প্রত্যাবর্তন করছি।) বলতে কৃপণতা করে না, কিন্তু সে ইস্তেগফার না তাদের মনোভাবে কোন পরিবর্তন আনতে পারে, আর না তাদের কর্মতৎপরতায় তার কোন ক্রিয়া পরিদৃষ্ট হয়।

আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্যত উলামায়ে উম্মতকে জাযায়ে খয়ের দান করুন। তারা উম্মতের সামনে তওবা-ইস্তেগফারের তাৎপর্যকে খুব স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়েছেন। উদাহরণত এখানে ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.)-এর ব্যখ্যাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলেছেন—

'শরীয়তে তওবার উদ্দেশ্য হলো—

পাপাচারকে তার অনিষ্টতা ও কদর্যতার কারণে পরিহার করা।

নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্ত হওয়া।

ভবিষ্যতে আর এ ধরনের ভুল না করার সংকল্প করা।

এবং পুনঃ আদায়ের মাধ্যমে যেসব কাজ ও আমলের ক্ষতিপূরণ করা সম্ভব সেগুলো আদায় করার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা।

এই চারটি শর্ত যখন পূরণ হবে কেবল তখনই তওবাকে পূর্ণাঙ্গ বলা যাবে।[১]

এ সম্পর্কে ইমাম নববী (রহ.) বলেন, 'আলেমগণ বলেছেন, সকল গোনাহের জন্যই তওবা করা আবশ্যক। তবে গোনাহ্টি যদি এমন হয় যার সম্পর্ক শুধু গোনাহ্গার ব্যক্তি ও আল্লাহ্ পাকের মাঝে সীমাবদ্ধ থাকে, কোন বান্দার স্বার্থের সঙ্গে তা সংশ্লিষ্ট না হয়, তাহলে সে গুনাহ্ হতে পূর্ণাঙ্গ তওবার জন্য নিম্নোক্ত শর্তসমূহ পূরণ করা আবশ্যক।

১। প্রথমত গোনাহ্টি বর্জন করতে হবে।

২। তারপর সে গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হতে হবে।

৩। এবং ভবিষ্যতে আর কখনো এ গোনাহ্ না করার সংকল্প করতে হবে।

এই শর্তত্রয়ের কোন একটি যদি অপূর্ণ থাকে তাহলে তওবা গ্রহণযোগ্য নয় বলে বিবেচিত হবে।

অপর দিকে গোনাহের সম্পর্ক কোন বান্দার স্বার্থসংশ্লিষ্ট হলে সে গোনাহ্ থেকে তওবা করার জন্য উপরোক্ত তিন শর্তের সঙ্গে চতুর্থ আরো একটি শর্ত পূরণ করতে হয়। তা হলো, সংশ্লিষ্ট বান্দার হক আদায় করতে হবে। আর তা এভাবে যে, যদি কারো অর্থ-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়ে থাকে তা ফেরত দিতে হবে। কিংবা যদি কোন বান্দার প্রতি এমন অপবাদ দেয়া হয়ে থাকে যার ফলে শরীয়তের বিচারে তার উপর মিথ্যা অপবাদ দানের দণ্ড কার্যকর হয়, তাহলে সে ব্যক্তিকে তার উপর দণ্ড কার্যকর করার সুযোগ করে দিতে হবে, অথবা তাকে সন্তুষ্ট করে তার নিকট থেকে ক্ষমা করিয়ে নিতে হবে। আর যদি তা গীবতের ন্যায় অপরাধ হয় তাহলে (সে কথা উল্লেখ করে) তার নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।'[২]

ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.) ইস্তেগফার সম্পর্কে বলেন—

---

১ আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কোরআন- ৭৬

২ রিয়াযুস্ সালেহীন- ৪১-৪২

ইস্তেগফার বলা হয় কথায় ও কাজে গোনাহ্রের জন্য ক্ষমা প্রার্থনাকে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

استغفروا ربكم انه كان غفارا ـ

তোমরা নিজেদের গোনাহের জন্য তোমাদের রবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অতীব ক্ষমাশীল। —সূরা নূহ ১০

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক তাঁর বান্দাকে মৌখিক তওবার পাশাপাশি কর্মের মাধ্যমেও তওবা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন। কর্মগত তওবা ছাড়া শুধু মৌখিক ইস্তেগফার হবে চরম মিথ্যাচারের সঙ্গেই সাদৃশ্যপূর্ণ।[১]

তওবা-ইস্তেগফার জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ

পবিত্র কোরআনের একাধিক আয়াত ও বিভিন্ন হাদীস এ বিষয়ে প্রমাণ বহন করে যে, তওবা-ইস্তেগফার জীবিকা লাভের একটি অন্যতম উপায়। ইনশাআল্লাহ্ আমরা নিম্নে এ বিষয়টি প্রয়োজনীয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণসহ উপস্থাপন করব।

১. হযরত নূহ আল্লাইহিস্‌সালাম সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক পবিত্র কালামে উল্লেখ করেছেন, তিনি স্বীয় কওমকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

و يمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنت و يجعل لكم انهرا ـ[২]

অতঃপর বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।

উপরোক্ত আয়াতে ইস্তেগফারের যেসব উপকারিতা উল্লেখ করা

---

[১] আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন- ৩৬২

হয়েছে তা নিম্নরূপ—

১। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ক্ষমার ঘোষণা। আর তা আমরা জানতে পেরেছি আয়াতের নিম্নোক্ত অংশ থেকে— انه كان غفارا (নিশ্চয় তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল)।

২। মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষণের প্রতিশ্রুতি। যা রয়েছে আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে—و يمددكم باموال و بنين (তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন এবং তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বাড়িয়ে দিবেন।)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, مدرارا দ্বারা উদ্দেশ্য মুষল ধারায় বৃষ্টি।[1]

৩। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে ধন-সম্পদ ও সন্তান দানের প্রতিশ্রুতি। তা আমরা জানতে পারি আয়াতের এই অংশটি থেকে— ويمددكم باموال و بنين (তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান বাড়িয়ে দিবেন।)

হযরত 'আতা (রহ.) আয়াতের এই অংশটির তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'আল্লাহ্ পাক তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিবেন।'[2]

৪। আল্লাহ্ পাক বাগ-বাগিচায়ও প্রবৃদ্ধি দান করবেন। আয়াতের নিম্নের অংশটি সে প্রমাণ বহন করে— ويجعل لكم جنت (আর তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন।)

৫। যমীনের বিভিন্ন দিকে রাব্বুল আলামীন পানির ধারা প্রবাহিত করে দিবেন। আয়াতের নিম্নোক্ত অংশে আল্লাহ্ পাক সেকথাই বলেছেন— ويجعل لكم انهارا (তিনি তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।)

ইমাম কুরতবী (রহ.) বলেন, উল্লিখিত আয়াত এবং সূরা হূদ-এর আয়াত[3] থেকে এই কথা প্রমাণিত হয় যে, গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার

---

[1] সহীহ্ বোখারী- ৭/৬৬৬

[2] তফসীরে বগবী- ৪/৩৯৮ ; তফসীরে খাযেন- ৭/১৫৪

[3] ইমাম কুরতবী এই আয়াতটির কথা বলেছেন— ويقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا و يزدكم قوة الى قوتكم و لاتتولوا مجرمين আর হে আমার কওম! তোমাদের পালন কর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর; অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর ; তিনি আসমান হতে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির

মাধ্যমে মূলত আল্লাহ্ পাকের নিকট রিযিক ও বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়।[১]

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) স্বীয় তফসীর গ্রন্থে লিখেছেন, 'তোমরা যদি আল্লাহ্ পাকের দরবারে তওবা কর, নিজেদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলো তাহলে তিনি তোমাদেরকে জীবিকার সচ্ছলতা দান করবেন। আকাশ থেকে রহমতের বৃষ্টি নাযিল করবেন, যমীন থেকে অজস্র খয়ের ও বরকত ও প্রচুর ফসল উৎপন্ন করবেন। পশুগুলোর থন দুধে ভরিয়ে দিবেন, তোমাদেরকে প্রভুত অর্থ-সম্পদ ও সন্তান দান করবেন। বাগিচাসমূহ ফলফলাদি দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন। আর সে বাগানের মধ্য দিয়ে দিগ্বিদিক নদীনালা প্রবাহিত করে দিবেন।'[২]

আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) বৃষ্টি প্রার্থনার উদ্দেশ্যে উপরোক্ত আয়াতের বক্তব্যের উপর আমল করেছিলেন। হযরত মাতরাফ ইমাম শু'আবি (রহ.) হতে বর্ণনা করেন, আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর ফারূক (রাযি.) একবার বৃষ্টি প্রার্থনার জন্য লোকজনের সঙ্গে বের হলেন। সেখানে গিয়ে গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা ছাড়া তিনি আর কিছুই করলেন না, এবং এভাবেই ফিরে আসলেন। পরে লোকজন তাঁর খিদমতে নিবেদন করল, আমরা তো আপনাকে বৃষ্টি প্রার্থনা করতে শুনলাম না।

জবাবে তিনি বললেন, 'আল্লাহ্ পাকের নিকট আমি ঐসব তারকার সহায্যে বৃষ্টি প্রার্থনা করেছি যেগুলোর মাধ্যমে বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়।[৩] তারপর তিনি পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন—

استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا

তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন।[৪]

উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না।—সূরা হূদ ৫২

[১] তফসীরে কুরতবী- ১৮/৩০২ ; ফতহুল ক্বদীর- ৫/৪১৭

[২] তফসীরে ইবনে কাসীর- ৪/৪৪৯

[৩] অর্থাৎ, ইস্তেগফারের সাহায্যে বৃষ্টি লাভ হয়ে থাকে। আমি আল্লাহ্ পাকের নিকট ইস্তেগফারের মাধ্যমে বৃষ্টি লাভের জন্য ফরিয়াদ করেছি।

[৪] সূরা নূহ- ১০-১১

একবার ইমাম হাসান বসরী (রহ.)-এর নিকট চার ব্যক্তি এসে নিজেদের অভাব-অভিযোগের কথা বলল। একজন নিজের দুর্ভিক্ষের কথা বলল, একজন অভাবের অনুযোগ করল, একজন সন্তান না হবার জন্য আক্ষেপ জ্ঞাপন করল, আর একজন বাগিচা ফলশূন্য হয়ে পড়ার অভিযোগ করল। চারজনকেই তিনি তওবা করতে ও নিজেদের গুনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন।

ইমাম কুরতবী (রহ.) হযরত ইবনে সবীহ্ হতে রেওয়ায়ত করেন, এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহ.)-এর নিকট এসে দুর্ভিক্ষের অভিযোগ করলে তিনি তাকে আল্লাহ্ পাকের নিকট নিজের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন।

আরেক ব্যক্তি এসে নিজের দরিদ্রতার অভিযোগ করল। তাকেও তিনি নিজের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন।

তৃতীয় আরেক ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে পুত্র-সন্তানের জন্য দু'আ প্রার্থনা করল। তিনি তাকেও নিজের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন।

চতুর্থ আরেক ব্যক্তি এসে বাগানে ফলফলাদি না হবার অভিযোগ করলে তিনি তাকেও নিজের গোনাহের জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট কাতর হয়ে মাফ চাইতে বললেন।

ইবনে সাবীহ বলেন, আমি তাকে বললাম, চার ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন অভিযোগ নিয়ে আপনার নিকট এসেছিল। অথচ আপনি তাদের সকলকে একই পরামর্শ দিয়ে আল্লাহ্ পাকের নিকট নিজেদের গোনাহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে বললেন। এর রহস্য কি ?[১]

জবাবে তিনি বললেন, 'আমি তো নিজের পক্ষ থেকে তাদেরকে কিছু বলি নি, (বরং আল্লাহ্ পাক সূরায়ে নূহে যা বলেছেন তাই শুধু তাদেরকে বলে দিয়েছি)। সূরা নূহে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন—

فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا و
يمددكم باموال و بنين و يجعل لكم جنت و يجعل لكم انهرا ـ

---

[১] তফসীরে খাযেন- ৭/১৫৪ ; রূহুল মা'আনী- ২৯/৭৩

অতঃপর বলেছি ঃ তোমরা তোমাদের পালনকর্তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর। তিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল। তিনি তোমাদের উপর অজস্র বৃষ্টিধারা বর্ষণ করবেন, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধি করে দিবেন, তোমাদের জন্য উদ্যান স্থাপন করবেন এবং তোমাদের জন্য নদীনালা প্রবাহিত করবেন।[১]

আল্লাহু আকবার! ইস্তেগফারের ফায়দা ও উপকারিতা কত মহান। আয় মাওলায়ে করীম আমাদেরকে ইস্তেগফাকারীদের দলে শামীল করুন এবং ইস্তেগফারের পার্থিব ও পারলৌকিক খয়ের ও বরকত লাভে সৌভাগ্যশালী করুন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

তওবা ও ইস্তেগফার জীবিকা লাভের উপায় হবার দ্বিতীয় প্রমাণ হলো কোরআনের নিম্ন বর্ণিত আয়াতটি। আয়াতটিতে আল্লাহ্ পাক হযরত হূদ (আ.) কর্তৃক স্বীয় কওমকে দাওয়াত দানের বিবরণ দিয়েছেন। আয়াতটি এই—

و يقوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا

و يزدكم قوة الى قوتكم و لا تتولوا مجرمين -

আর হে আমার কওম! তোমাদের পালনকর্তার কাছে তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর ; তিনি আসমান হতে তোমাদের উপর বৃষ্টিধারা প্রেরণ করবেন এবং তোমাদের শক্তির উপর শক্তি বৃদ্ধি করবেন, তোমরা কিন্তু অপরাধীদের মত বিমুখ হয়ো না।[২]

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, হযরত হূদ (আ.) অতঃপর নিজের কওমকে তাদের অতীত-পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে আদেশ দিয়ে বললেন, এতে অতীতের সমস্ত গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। তারপর ভবিষ্যতেও তাদেরকে গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার উপদেশ দিলেন। তারপর বললেন, যে ব্যক্তি তওবা-ইস্তেগফার অর্জন করতে পারে আল্লাহ্ পাক তার জন্য জীবিকা অর্জনের পথ সহজ করে দেন। তার সকল কাজ অনায়াস করে দেন এবং তাকে হেফাযত করেন।

---

[১] তফসীরে কুরতবী ১৮/৩০২-৩০৩ ; তফসীরে কাশ্শাফ ৪/১৯২

[২] সূরা হূদ- ৫২

এজন্যই আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন—

يرسل السماء عليكم مدرارا

আয় আল্লাহ্! আমাদেরকে তওবা-ইস্তেগফারের নেয়ামত দান করুন, আমাদের জন্য জীবিকা অর্জনের পথ সহজ করে দিন এবং আমাদের সমস্ত কাজে আপনি সহযোগিতা দান করুন। আপনিই ফরিয়াদ শ্রবণকারী ও পূরণকারী। আমীন, ইয়া যাল জালালী ওয়াল ইকরাম।

তওবা-ইস্তেগফার জীবিকা লাভের উপায় হবার তৃতীয় প্রমাণ পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি পেশ করা যায়। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير

আর তোমরা নিজেদের পালনকর্তার সমীপে ক্ষমা প্রার্থনা কর। অনন্তর তাঁরই প্রতি মনোনিবেশ কর। তাহলে তিনি তোমাদেরকে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত উৎকৃষ্ট জীবনোপকরণ দান করবেন এবং অধিক আমলকারীকে বেশী করে দিবেন। আর যদি তোমরা বিমুখ হতে থাক, তবে আমি তোমাদের উপর এক মহা দিবসের আযাবের আশঙ্কা করছি।[১]

উল্লিখিত আয়াতে তওবাকারীদের জন্য মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তম জীবনোপকরণ ও সাজসরঞ্জাম দানের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। 'মাতায়ে হাসান' তথা উত্তম জীবনোপকরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেছেন, 'তোমাদেরকে ধনদৌলত ও সচ্ছল জীবিকা দান করবেন।[২]

ইমাম কুরতবী (রহ.) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'তওবা ও ইস্তেগফারের ফলাফল হল—আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে জীবিকার সচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি দান করবেন এবং গযব নাযিল করে পূর্ববর্তী কওমের

---

[১] সূরা হূদ- ৩

[২] যাদুল মুয়াস্সার- ৪/৭৫

ন্যায় তোমাদেরকে কখনো সম্পূর্ণ ধ্বংস করে দিবেন না।'[১]

উপরোক্ত আয়াতগুলোতে তওবা-ইস্তেগফার ও তার ফলাফলের মাঝে এমন অবিচ্ছেদ্য একটি সম্পর্ক বর্ণনা করা হয়েছে যে, তওবা ও ইস্তেগ-ফারের শর্ত পূরণ হলে অপরিহার্যরূপেই তার ফলাফলগুলোও অস্তিত্ব লাভ করবে। অর্থাৎ, বান্দা যখন তওবা করবে তখন রহমান রহীম রব্বে করীমের পক্ষ থেকে অপরিহার্যরূপেই পর্যাপ্ত জীবিকা ও আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ হবে।

প্রসিদ্ধ মুফাস্সির শায়েখ মুহম্মদ আমীন বলেন, 'উল্লিখিত আয়াতগুলো একথার প্রমাণ বহন করে যে, গোনাহের জন্য অনুতপ্ত হয়ে তওবা-ইস্তেগফার করা জীবিকার সচ্ছলতা, অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য লাভের অন্যতম উপায়। কারণ, আল্লাহ্ পাক তওবা-ইস্তেগ-ফারকে শর্তরূপে উল্লেখ করেছেন এবং এই শর্ত পূরণের ফলাফলরূপে উল্লেখ করেছেন সচ্ছলতা ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধিকে।'[২]

তওবা ও ইস্তেগফার সচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণরূপে আমরা এখন একটি হাদীস পেশ করছি। হাদীসটি এই—

روى الائمة احمد و ابو داود والنسائي و ابن ماجة والحاكم عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكثر الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا و من كل ضيق مخرجا و رزقه من حيث لا يحتسب ـ

ইমাম আহমদ, ইমাম আবু দাউদ, ইমাম নাসায়ী, ইমাম ইবনে মাজাহ্, ইমাম হাকিম প্রমুখ হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা হতে রেওয়ায়ত করেছেন। তারা বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি অধিক পরিমাণে নিজের গোনাহের জন্য আল্লাহ্ পাকের নিকট তওবা-ইস্তেগফার ও ক্ষমা প্রার্থনা

---

[১] তফসীরে কুরতবী ৯/৪০৩ ; তফসীরে তাবারী- ১৫/২২৯-২৩০ ; তফসীরে কাশ্শাফ- ২/২৫৮ ; তফসীরে বগবী- ৪/৩৭৩ ; ফতহুল ক্বদীর- ২/৬৯৫ ; তফসীরে কাসেমী- ৯/৬৩

[২] আযওয়াউল বয়ান- ৩/৯

করবে আল্লাহ্ পাক তার সমস্ত পেরেশানী দূর করে দিবেন, তাকে বিপদাপদ থেকে তাকে রক্ষা করবেন এবং অভাবিত উপায়ে তার রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন।'[১]

উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অধিক পরিমাণে তওবাকারীর জন্য তিনটি পুরস্কারের কথা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে অন্যতম পুরস্কার হল—সমস্ত রিযিকের মালিক মহান রাব্বুল আলামীন তার জন্য এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন যার কল্পনাও সে করে না।

যে সংবাদ এমন ব্যক্তি দান করেছেন যিনি মহান রাব্বুল আলামীনের গোটা সৃষ্টিকুলের মধ্যে সর্বাধিক সত্যবাদী, এবং যে সংবাদ তিনি মহান রাব্বুল আলামীনের পক্ষ থেকে ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়ে দান করেছেন, সে সংবাদের সত্যতা ও বিশুদ্ধতা সম্পর্কে নিশ্চয় আর কোন সংশয় ও সন্দেহ থাকতে পারে না।

সুতরাং, জীবিকার সচ্ছলতা প্রত্যাশীদের জন্য অধিক পরিমাণে তওবা ও ইস্তেগফার করতে থাকা উচিত। সমস্ত রকমের পাপাচার পরিত্যাগ করে অতীতের কৃত গোনাহের জন্য অনুশোচনার অশ্রু বিসর্জন দিয়ে ভবিষ্যতের জন্য এই প্রতিজ্ঞা করা উচিত যে, আর কখনো আল্লাহ্ পাকের নাফরমানী ও গোনাহের ছায়াও মাড়াব না।

এ ক্ষেত্রে একটি বিষয় অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, তওবা-ইস্তেগফার শুধু মৌখিকতায় যেন সীমাবদ্ধ না থাকে। কারণ, আন্তরিক অনুশোচনা এবং আমলের পরিমার্জণের চেষ্টা ছাড়া শুধু মৌখিক ইস্তেগফার মিথ্যাবাদী ও ধোঁকাবাজদের স্বভাব। আল্লাহ্ পাকের নিকট এমন তওবা-ইস্তেগফারের কোনই মূল্য হবার কথা নয়।

---

[১] মুসনাদে আহমদ ৪/৫৫-৫৬ (এখানে আহমদ-এর ইবারতই উল্লেখ করা হয়েছে।) ; সুনানে আবী দাঊদ- ৪/২৯২ ; কিতাবুস্ সুনানুল কুবরা- ৬/১১৮ ; সুনানে ইবনে মাজাহ্- ২/৩৩৯ ; আল-মুসতাদরিক 'আলাস্সহীহাইন- ৪/২৯২ ; কতক মুহাদ্দিস অবশ্য এই হাদীসটিকে সূত্রের বিচারে দুর্বল বলে মত প্রকাশ করেছেন। (দেখুন- আত্তালখীস- ২৬২ ; 'আউনুল মা'বূদ- ৪/২৬৭ ; যয়ীফে সুনানে আবী দাঊদ আশ্শায়খ আলবানী- ২৪৯। তবে ইমাম হাকিম ও শায়খ আহমদ মুহম্মদ শাকের এই হাদীসের সনদকে 'সহীহ' বলে অভিমত ব্যক্তি করেছেন। (দেখুন- আল-মুসতাদরিক- ৪/২৬২ ; হামিশুল মুসনাদ- ৪/৫৫)

তাকওয়া ও খোদাভীতি

জীবিকায় স্বচ্ছলতা লাভের আরেকটি উপায় হল 'তাকওয়া ও খোদাভীতি'। ইনশাআল্লাহ্ নিম্নে এ বিষয়েও আমরা দু'টি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। তাকওয়া ও খোদাভীতির তাৎপর্য।

২। তাকওয়া জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

তাকওয়া ও খোদাভীতির তাৎপর্য

আল্লাহ্ পাক ওলামায়ে উম্মতকে জাযায়ে খয়ের দান করুন। তাকওয়া ও খোদাভীতির তাৎপর্য সম্পর্কে তারা এমন বিস্তারিত আলোচনা করেছেন যে, এ সম্পর্কে আর কোন অস্পষ্টতা অবশিষ্ট নেই। ইমাম রাগেব ইসফাহানী রহমতুল্লাহি আলাইহি তাকওয়ার পরিচয় এভাবে বর্ণনা করেছেন—

حفظ النفس عما يؤثم و ذلك بترك المحظور و يتم ذلك بترك بعض المباحات ـ

'তাকওয়া হলো পাপাচার হতে নিজেকে রক্ষা করা। সে জন্য (পরিপূর্ণ-রূপে) অসঙ্গত ও অবৈধ কাজকে পরিত্যাগ করতে হয়। আর তাতে পরিপূর্ণতা লাভের জন্য কিছু কিছু বৈধ কাজও পরিহার করে চলতে হয়।'[১]

এ প্রসঙ্গে ইমাম নববী (রহ.) বলেন—

امتثال امره و نهيه و معناه : الوقاية من سخطه و عذابه سبحانه و تعالى

আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন- ৫৩১

আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ মেনে চলা।[১] আর তাকওয়া অর্থ এমন কাজ থেকে আত্মরক্ষা করে চলা যা আল্লাহ্ পাকের অসন্তোষ ও আযাবের কারণ হতে পারে।[২]

ইমাম জুরজানী (রহ.) তাকওয়ার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন—

الاحتراز بطاعة الله تعالى عن عقوبته وهو صيانة النفس

عما تستحق به القعوبة من فعل او ترك -

তাকওয়া হল আল্লাহ্ পাকের তাবেদারী ও আনুগত্যের মাধ্যমে নিজেকে তাঁর আযাব থেকে রক্ষা করা। আর এ উদ্দেশ্যে নিজেকে এমন কাজ গ্রহণ ও বর্জন থেকে হেফাযত করা যা গ্রহণ বা বর্জনের মাধ্যমে মানুষ আল্লাহ্ পাকের আযাবের যোগ্য হয়।[৩]

যে ব্যক্তি গোনাহের কাজে লিপ্ত হয় সে মুত্তাকী নয়। আর যে ব্যক্তি হারাম ও অসঙ্গত বস্তু অবলোকন করল, আল্লাহ্ পাকের অপছন্দনীয় বিষয় আগ্রহের সঙ্গে শ্রবণ করল বা এমন কোন বস্তু গ্রহণ করল যাতে আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট নন, অথবা আল্লাহ্ পাক অপছন্দ করেন এমন কোন স্থানে গমন করল, সে ব্যক্তি নিজেকে গোনাহ্ হতে রক্ষা করল না। যারা পাপাচারে লিপ্ত হয়ে মহান রাব্বুল আলামীনকে অসন্তুষ্ট করে এবং তাঁর আযাবকে নিজেদের দিকে আহ্বান করে, তাদের সঙ্গে তাকওয়ার সদূরতম সম্পর্কও নেই। যারা আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধের তোয়াক্কা করে না, কেমন করে তাদেরকে মুত্তাকী বলে ভাবা যায়!

তাকওয়া ও খোদাভীতি জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ

তাকওয়া ও খোদাভীতি যে জীবিকা লাভের অন্যতম একটি উপায়, এ বিষয়টি পবিত্র কোরআনের বেশ কয়েকটি আয়াতে বিবৃত হয়েছে। আমরা

১ অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক যেসব কাজের আদেশ করেছেন সেগুলো পালন করা, আর যেসব কাজ করতে নিষেধ করেছেন, সেগুলো থেকে বেঁচে থাকা।

২ তাহরীরুল আলফাযুত্তাম্বীহ্- ৩২২

৩ কিতাবুত্তা'রীফাত- ৬৮

সে আয়াতগুলো থেকে কয়েকটি আয়াত প্রয়োজনীয় তফসীরসহ নিম্নে উল্লেখ করছি।

মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেছেন—

و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب -

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দিবেন। এবং তাকে তার ধারাণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দিবেন।[১]

উপরোক্ত আয়াতে মহান রাব্বুল আলামীন একথা এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তাকওয়া অর্জন করতে পারবে আল্লাহ্ পাক তাকে দু'টি নেয়ামত দান করবেন। প্রথম নেয়ামত হল, আল্লাহ্ পাক তাকে সর্বপ্রকার বিপদাপদ ও দুশ্চিন্তা-দুর্ভাবনা হতে রক্ষা করবেন। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) يجعل له مخرجا এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন—

ينجيه من كل كرب الدنيا والآخرة -

আল্লাহ্ পাক তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সকল দুর্ভাবনা থেকে মুক্তি দিবেন।[২]

হযরত রবী' ইবনে খাইসাম আয়াতের এই অংশটির তফসীর প্রসঙ্গে বলেন—

و يجعل له مخرجا من كل ما يضيق على الناس -

যেসব কারণে মানুষ বিপদ ও সঙ্কটে পতিত হয়, আল্লাহ্ পাক তাকে তেমন সব অবস্থা থেকে মুক্তির ব্যবস্থা করে দিবেন।

দ্বিতীয় নেয়ামতটি হল, আল্লাহ্ পাক তাকে তার কল্পনাতীন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন।

হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) উপরোক্ত আয়াত দু'টির তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের নির্দেশাবলী পালন করে এবং তার নিষিদ্ধ কার্যাবলী হতে বিরত থেকে তাকওয়া অবলম্বন করে, আল্লাহ্ পাক তার জন্য সকল বিপদাপদ হতে মুক্ত হবার পথ করে দিবেন। আর তার জন্য

---

[১] সূরা তালাক- ২-৩

[২] তফসীরে কুরতবী- ১৮/১৫৯

এমন স্থান থেকে রিযিকের ব্যবস্থা করে দিবেন, যেখান থেকে রিযিক লাভ করার কথা সে স্বপ্নেও চিন্তা করে না।[১]

আল্লাহ্ আকবার! তাকওয়ার কল্যাণ ও বরকত যে কত মহৎ, মহান ও মূল্যবান তা সত্যি অবাক হবার মত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসঊদ (রাযি.) বলেন—

ان اكبر آية فى القرآن فرجا "و من يتق الله يجعل له مخرجا"

কোরআনের যেসব আয়াত মানুষকে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা হতে মুক্তির পথ দেখিয়েছে, তন্মধ্যে সর্বপ্রধান আয়াতটি এই—

و من يتق الله يجعل له مخرجا -[২]

তাকওয়া ও খোদাভীতি রিযিক লাভের উপায় হবার দ্বিতীয় প্রমাণ হল কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء

والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون -

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। সুতরাং আমি তাদেরকে পাকড়াও করেছি তাদের কৃতকর্মের বদলাতে।[৩]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক বলেছেন, বস্তিবাসীরা যদি দু'টি বিষয় অর্থাৎ, ঈমান ও তাকওয়া অর্জন করতে পারত, তাহলে চারিদিক থেকে তাদের জন্য খয়ের ও বরকতের দরজা খুলে যেত। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) لفتحنا عليهم بركت من السماء والارض -এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন—

---

[১] তফসীরে ইবনে কাসীর- ৪/৪০০; যাদুল মাসীর- ৮/২৯১-২৯২ ; তফসীরে কাশ্‌শাফ- ৪/১২০

[২] তফসীরে ইবনে কাসীর- ৪/৪০০ ; তফসীরে ইবনে মাসঊদ (রাযি.)- ২/৬৫১

[৩] সূরা আ'রাফ- ৯৬

لوسعنا عليهم الخير و يسرناه لهم من كل جانب -

তাদের জন্য খয়ের ও বরকত আমি ব্যাপক করে দিব এবং তা লাভ করার পথ আমি চারিদিক থেকে সহজ করে দিব।[১]

ঈমানদার ও তাকওয়া অর্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য উপরোক্ত আয়াতে আসমান ও যমীন থেকে বরকতের দরজা খুলে দেবার যেসব সুক্ষ্ম ইঙ্গিত রয়েছে তন্মধ্য হতে কিছু আমরা নিম্নে উল্লেখ করছি।

উপরোক্ত আয়াতে ঈমানদার ও তাকওয়া অর্জনকারী ব্যক্তিদের জন্য আল্লাহ্ পাক বরকতের দরজা খুলে দেবার প্রতিশ্রুতি দান প্রসঙ্গে আরবী 'البركات' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। البركات শব্দটি البركة -এর বহুবচন। البركة -এর তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম বগবী (রহ.) বলেন—

المواظبة على الشئ

কোন বিষয়ের উপর স্থিতি।[২]

এ প্রসঙ্গে ইমাম খাযেন (রহ.) তাঁর তফসীরে বলেন—

ثبوت الخير الالهى فى الشئ

কোন বস্তুতে আল্লাহ্ পাকের খয়ের ও বরকতের স্থিতি ও চিরন্তনতা।[৩]

কাজেই আমরা বলতে পারি যে, আল্লাহ্ পাক 'আল-বারাকাত' শব্দটি দিয়ে একথাই বুঝাতে চেয়েছেন যে, ঈমান ও তাকওয়ার বদলায় লব্ধ ফলাফল সাময়িক ও অস্থায়ী নয়। এবং এমনও নয় যে, ভবিষ্যতে কখনো কোন অকল্যাণের প্রভাবে তা তিরোহিত হয়ে যাবে। বরং এই খয়ের ও বরকত একটি স্থায়ী ও চিরন্তন বিষয়।

সৈয়্যদ মুহম্মদ রশীদ রেযা ঈমান ও তাকওয়া অর্জনকারীদের উপর অবতীর্ণ খয়ের ও বরকতের মহত্ত্ব ও প্রকৃষ্টতা বুঝাতে গিয়ে বলেছেন—

'মুমিনদের উপর যে বরকত ও নেয়ামত অবতীর্ণ করা হয়, তারা তাতে খুশী ও সন্তুষ্ট থাকে এবং শোকর আদায় করে। সে নেয়ামতকে

---

১ তফসীরে আবী স'উদ- ৩/২৫৩

২ তফসীরে বগবী- ২/১৮৩

৩ তফসীরে খাযেন- ২/৩৬৬

তারা কল্যাণমুখী কাজে ব্যবহার করে এবং অকল্যাণ ও অসঙ্গত কাজে ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকে। প্রাপ্ত নেয়ামতের সঙ্গে এরূপ ব্যবহারের ফলে আল্লাহ্ পাক খুশী হয়ে তাদের নেয়ামত আরো বৃদ্ধি করে দেন, এবং আখেরাতে এর বিনিময়ে তাদেরকে আরো উত্তম ও উন্নত প্রতিদান দান করবেন।'[১]

শায়েখ ইবনে 'আশূর (রহ.) البركة -এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন—

و معنى البركة الخير الصالح الذى لا تبعة عليه فى الآخرة

فهو احسن احوال النعمة ـ

'বরকত' দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ সমস্ত উত্তম বস্তুসম্ভার যা ব্যবহারের কারণে আখেরাতে কোন ধরপাকর হবে না। আর কোন নেয়ামতের এটাই সর্বোত্তম অবস্থা।'[২]

ঈমান ও তাকওয়া অর্জনকারীদের জন্য বরকতের ঘোষণা প্রসঙ্গে আল্লাহ্ পাক 'বরকত' শব্দটি বহুবচনরূপে ব্যবহার করেছেন। এর হিকমত বর্ণনা প্রসঙ্গে শায়খ ইবনে 'আশূর বলেন—

البركات جمع بركة ، والمقصود من الجمع تعددها باعتبار

تعدد اصناف الاشياء المباركة ـ

البركات শব্দটি البركة -এর বহুবচন। এখানে বহুবচন শব্দ ব্যবহার করে একথাই বুঝানো হয়েছে যে, (ঈমানদার ও তাকওয়া অর্জনকারী ব্যক্তিদের প্রাপ্য) বরকতের বস্তুগুলো হবে বিভিন্ন প্রকারের।[৩]

বরকতের উল্লেখ করে মহান রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন—

بركت من السماء والارض ـ

আসমান-যমীন থেকে বরকত।

---

[১] তফসীরুল মানার- ৯/২৫

[২] তফসীরুত্তাহ্রীর ওয়াত্তান্বীর- ৯/২২

[৩] তাফসীরুত্তাহ্রীর ও তান্বীর- ৯/২১

আল্লাহ্ পাকের এই বাণীর তফসীর প্রসঙ্গে ইমাম রাযী (রহ.) লিখেছেন ঃ

بركات السماء بالمطر و بركات الارض بالنبات و الثمار و كثرة المواشى و الانعام و حصول الامن و السلامة و ذلك لان السماء تجرى مجرى الاب و الارض تجرى مجرى الام و منها يحصل المنافع و الخيرات بخلق الله تعالى و تدبيره ـ

আসমানের বরকত বৃষ্টির আকারে বর্ষিত হয়। আর যমীনের বরকত ফল-ফসল, পশুপাল এবং শান্তি ও নিরাপত্তার আকারে পরিদৃষ্ট হয়। (বরকতকে আসমান ও যমীনের বরকত হিসাবে উল্লেখ করার রহস্য হল) আসমান হল পিতার ন্যায় আর যমীন হল মায়ের ন্যায়। আর মহান রাব্বুল আলামীনের সৃষ্টি-কৃপায় এ দু'টির মাধ্যমেই সমস্ত নেয়ামত অর্জিত হয়ে থাকে।[১]

তাকওয়া ও খোদাভীতি রিযিক লাভের উপায় হবার তৃতীয় প্রমাণ হল আল্লাহ্ পাকের এরশাদকৃত নিম্নোক্ত পবিত্র আয়াতটি।

ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ـ

যদি তারা তওরাত, ইঞ্জীল এবং যা প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তাদের প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, পুরোপুরি পালন করত, তবে তারা উপর থেকে এবং পায়ের নীচ থেকে ভক্ষণ করত। তাদের কিছু সংক্ষক লোক সৎপথের অনুগামী এবং অনেকেই মন্দ কাজ করে যাচ্ছে।[২]

উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ্ পাক ইহূদীদের সম্পর্কে বলেছেন, যা হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.)-এর তফসীরে উল্লেখ হয়েছে— তারা যদি তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনের শিক্ষার উপর আমল করত,

---

[১] তফসীরুল কবীর- ১৪/১৮৫

[২] সূরা মায়েদা- ৬৬

তাহলে তাদের জন্য আসমান হতে অবতীর্ণ ও যমীন হতে উৎপন্ন রিযিকের পরিমাণ বৃদ্ধি করে দেয়া হত।[১]

শায়েখ ইয়াহ্ইয়া ইবনে ওমর উন্দুলুসী (রহ.) এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আহ্‌লে কিতাবীগণ যদি তওরাত, ইঞ্জীল ও কোরআনে অবতীর্ণ শিক্ষা অনুযায়ী আমল করত, তাহলে তারা ঊর্ধ্ব ও অধঃজগত হতে রিযিক লাভ করত। অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক দুনিয়াকে তাদের হাতে অর্পণ করে দিতেন।[২]

ইমাম কুরতুবী (রহ.) আয়াতটির তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, এই আয়াতের বক্তব্য নিম্নোক্ত আয়াতসমূহেও বর্ণনা করা হয়েছে। আয়াতগুলি এই—

و من يتق الله يجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا يحتسب ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে, আল্লাহ্ তার জন্য নিস্কৃতির পথ করে দিবেন। এবং তাকে তার ধারাণাতীত জায়গা থেকে রিযিক দান করবেন।[৩]

অন্য এক আয়াতে এরশাদ হয়েছে—

و ان لو استقاموا على الطريقة لاسقينهم ماء غدقا ـ

আর এই প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, তারা যদি সত্যপথে কায়েম থাকত, তবে আমি তাদেরকে প্রচুর পানি বর্ষণে সিক্ত করতাম।[৪]

এই সম্পর্কিত আরো একটি আয়াত হল—

ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون ـ

আর যদি সে জনপদের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং পরহেযগারী অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের প্রতি আসমানী ও পার্থিব নেয়ামতসমূহ

---

১ তফসীরে তাবারী- ১০/৪৬৩ ; তফসীরে ইবনে কাসীর- ২/৮৬ ; যাদুল মাসীর- ২/৩৯৫

২ কিতাবুন্‌নযর ওয়াল আহ্‌কাম ফী জমীয়ে আহলিস্‌সূক ৪১

৩ সূরা তালাক- ২-৩

৪ সূরা জ্বিন- ১৬

উন্মুক্ত করে দিতাম।[১]

উপরোক্ত আয়াতসমূহে আল্লাহ্ পাক তাকওয়া বা খোদাভীতিকে রিযিক-প্রাপ্তির কারণরূপে উল্লেখ করেছেন। আর শোকরকারীদেরকে অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি করে দিবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এ সম্পর্কে অন্য একটি আয়াতে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। আয়াতটি এই—

لئن شكرتم لازيدنكم -

যদি কৃতজ্ঞতা স্বীকার কর, তবে তোমাদেরকে আরো দান করব।[২]

কাজেই আমরা এখন একথা সুনিশ্চিতরূপেই বলতে পারি যে, যে ব্যক্তি সচ্ছলতা ও জীবিকার স্বাচ্ছন্দ্য কামনা করে, তার উচিত মহান রাব্বুল আলামীন যেসব কাজের আদেশ করেছেন, সেগুলো যথাযথরূপে পালন করা এবং যে কাজ করতে নিষেধ করেছেন সেগুলো থেকে বিরত থাকা। কোনভাবেই তার এমন কোন কাজ করা উচিত নয় যেগুলো তার উপর আল্লাহ্ পাকের অসন্তোষ ও আযাবকে ডেকে আনতে পারে। চাই তা পুণ্যকর্ম পরিত্যাগের মাধ্যমেই হোক বা কোন পাপাচারে লিপ্ত হওয়ার মাধ্যমেই হোক।

---

[১] সূরা আ'রাফ- ৯৬

[২] সূরা ইবরাহীম- ৭

আল্লাহ্ ভরসা

যেসব উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে জীবিকায় সচ্ছলতা লাভ করা যায়, তন্মধ্যে অন্যতম হল মহান রাব্বুল আলামীনের উপর তাওয়াক্কুল বা ভরসা করা। এ বিষয়ে আমরা ইনশাআল্লাহ্ নিম্নবর্ণিত তিনটি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্ ভরসার তাৎপর্য।

২। 'আল্লাহ্ ভরসা' স্বচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

৩। 'আল্লাহ্ ভরসা' অর্থ কি জীবিকা উপার্জনের সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ করা ?

তাওয়াক্কুল তথা আল্লাহ্ ভরসার তাৎপর্য

আল্লাহ্ পাক ওলামায়ে কেরামগণকে উত্তম বিনিময় দান করুন। তারা 'তাওয়াক্কুল' বা 'আল্লাহ্ ভরসা'-এর পরিচয় ও তাৎপর্য এমন স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে দিয়ে গেছেন যে, এ বিষয়ে এখন আর কোন জটিলতা বা অস্পষ্টতা নেই। এ সম্পর্কে ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন—

التوكل : عبارة عن اعتماد القلب على الوكيل وحده ـ

'তাওয়াক্কুল বলা হয় মনের সমস্ত ভরসা একমাত্র ঐ জাতের উপর হওয়া যার উপর তাওয়াক্কুল করার দাবী করা হচ্ছে।

আল্লামা মুনাবী বলেন—

التوكل : اظهار العجز والاعتماد على المتوكل عليه ـ

নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করে যার উপর ভরসা করা হচ্ছে তার প্রতি পরিপূর্ণ আস্থা প্রকাশের নামই হল তাওয়াক্কুল।

মোল্লা 'আলী কারী التوكل على الله حق التوكل অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাকের উপর পরিপূর্ণ তাওয়াক্কুল বা ভরসার হাকীকত বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

'একথা তোমরা সুনিশ্চিতরূপে জেনে রাখ যে, সকল কাজের প্রকৃত কর্তা কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন। এই জগতে যা কিছু আছে—সৃষ্টি করা, রিযিক দান করা, রিযিক হতে বঞ্চিত করা, ধন ও দরিদ্রতা, রোগ-শোক, সুখ-সুস্থতা, জীবন ও মৃত্যু, মোটকথা সবকিছু একমাত্র আল্লাহ্ পাকের আদেশেই হয়ে থাকে।'[১]

আল্লাহ্ ভরসা সচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণ

'আল্লাহ্ ভরসা' যে সচ্ছলতা লাভের একটি অন্যতম উপায়, এ সম্পর্কে নিম্নের হাদীস থেকে আমরা একটি স্বচ্ছ ধারণা লাভ করতে পারি।

روى الائمة احمد والترمذى و ابن ماجة و ابن المبارك و ابن حبان والحاكم والقضاعى والبغوى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لو انكم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدر خماصا و تروح بطانا ـ

আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজা, ইবনে মুবারক, ইবনে হিব্বান, হাকিম, কুযায়ী ও বগবী (রহ.) হযরত ওমর ইবনুল খাত্তাব (রাযি.) হতে রেওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, জনাব রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাকের উপর যেমন ভরসা করা উচিত তোমরা যদি তাঁর উপর তেমন ভরসা কর, তাহলে পাখীদেরকে যেভাবে রিযিক প্রদান করা হয়, অর্থাৎ সকালে তারা শূন্য উদরে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় পূর্ণ উদরে ফিরে আসে, তোমাদেরকেও ঠিক সেভাবে রিযিক প্রদান করা হবে।[২]

---

১ মিরকাতুল মাফাতিহ্- ৯/১৫৬

২ আল-মুসনাদ- ১/২৪৩, ১/৩১৩, ১/৩১৯ ; জামে তিরমিযী-৭/৭ ; (এখানে তিরমিযীর ইবারতই উল্লেখ করা হয়েছে।) ইবনে মাজাহ ২/৪১৯ ; কিতাবুয্ যুহদ লি ইমাম ইবনিল

উপরোক্ত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ্ পাকের উপর যথাযোগ্য ভরসাকারীদেরকে আল্লাহ্ পাক এমনভাবে রিযিক দান করেন যেমন তিনি পাখীদেরকে রিযিক দিয়ে করে থাকেন। আর সে অবস্থায় তিনি বান্দাকে রিযিক না দিবেনই বা কেন! কারণ, বান্দা এমন এক জাতের উপর ভরসা করেছে যার সামান্য ইচ্ছাতে জগতের কঠিন থেকে কঠিনতর সবকিছু সম্পন্ন হয়ে থাকে। সে জাতের কাছে মানুষের রিযিকের ব্যবস্থা করা তো অতীব তুচ্ছ এক বিষয়।

এ সম্পর্কে পবিত্র কালামে এরশাদ হয়েছে—

انا امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون ـ

তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন তাকে কেবল বলে দেন, 'হও' তখনই তা হয়ে যায়।[১]

মহান রাব্বুল আলামীনের উপর যে ব্যক্তি ভরসা করেছে, তিনি তার জন্য যথেষ্ট। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

و من يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد
جعل الله لكل شئ قدرا ـ

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ্ তার কাজ পূর্ণ করবেন। আল্লাহ্ সবকিছুর জন্য একটি পরিমাণ নির্ধারণ করে রেখেছেন।[২]

এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে রবী' ইবনে খাইসাম (রহ.) বলেন ঃ

من كل ما ضاق على الناس ـ

মানুষের সকল বিপদের মুকাবেলায় আল্লাহ্ পাক যথেষ্ট হয়ে যান এবং তাকে সকল বিপদ থেকে রক্ষা করেন।

মুবারক- ৪/১৯৪-১৯৭ ; আল-ইহ্‌সান ফী তাকরীবি সহীহ ইবনে হিব্বান- ২/৫০৯ ; আল-মুস্তাদরক 'আলাস্ সহীহাইন- ৪/৩১৮ ; মুসনাদুশ্‌শিহাব- ২/৩১৯ ; শরহুস্ সুন্নাহ্- ১৪/৩০১।

১ সূরা ইয়াসীন- ৮২

২ সূরা তালাক- ৩

'আল্লাহ্ ভরসা' অর্থ কি জীবিকা উপার্জনের সমস্ত চেষ্টা ত্যাগ করা ?

কোন অবুঝ লোক এটা মনে করে বসতে পারে যে, যেহেতু আল্লাহ্ পাকের উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসাকারী ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই রিযিক লাভ করে থাকে, তাই জীবিকার জন্য তাদের কোন মেহনত বা পরিশ্রমের প্রয়োজন নেই। আল্লাহ্র উপর ভরসা করে তারা ঘরে বসে থাকবে, আর আকাশ থেকে রিযিক এসে তাদের ঘর ভরে যাবে।

আসলে তাদের এ ধরনের চিন্তা তাওয়াক্কুল সম্পর্কে তাদের অজ্ঞতারই পরিচয় বহন করে। তারা যদি উপরোক্ত হাদীসটির সঠিক মর্ম উপলব্ধি করতে পারত তাহলে এমন কথা বলত না। হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্র উপর যথার্থ ভরসাকারী ব্যক্তিকে ঐ পাখীদের সঙ্গে তুলনা করেছেন যারা প্রভাতে শূন্য উদরে রিযিকের সন্ধানে বেরিয়ে যায়, আর সন্ধ্যায় আল্লাহ্ পাকের ফযল ও করমে উদর পূর্ণ করে নীড়ে ফিরে আসে। অথচ সেই পাখীদের না কোন ব্যবসা-বানিজ্য আছে, না চাকরি-বাকরি বা খেত-খামার আছে, যার উপর তারা জীবিকার জন্য নির্ভর করতে পারে। পক্ষীকুল যদিও প্রভাতে জীবিকার সন্ধানে বের হয়ে যায়, এবং খাদ্যের সন্ধানে পরিশ্রম করে। কিন্তু জীবিকা লাভ সম্পর্কে তাদের ভরসা থাকে সম্পূর্ণই আল্লাহ্ পাকের উপর।

আল্লাহ্ পাক ওলামায়ে উম্মতকে জাযায়ে খায়ের দান করুন। তারা এ বিষয়ে উম্মতকে তম্বীহ ও সতর্ক করে দিয়েছেন। উদাহরণত আমরা এখানে ইমাম আহ্মদ (রহ.)-এর উক্তিটি উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন, 'হাদীসে মোটেও জীবিকা অর্জনের মেহনতকে নিরুৎসাহিত করা হয় নি। বরং সেখানে যা বলা হয়েছে তা হল, জীবিকা অর্জনের চেষ্টা মানুষ তো অবশ্যই করবে। কিন্তু সেই চেষ্টার পিছনে যদি তার এই বিশ্বাস থাকে যে, সমস্ত খয়ের ও বরকত একমাত্র আল্লাহ্ পাকের হাতে, তাহলে পাখীরা যেমন সন্ধ্যায় রিযিক লাভ করে পরিতৃপ্তি নিয়ে নীড়ে ফিরে আসে, তারাও তেমনি খয়ের-বরকত ও রিযিক লাভে ধন্য হবে।*

একবার ইমাম আহমদ (রহ.)-এর নিকট এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে

---

* মিরকাতুল মাফাতিহ্- ৫/১৫৭

তার অভিমত জানতে চাওয়া হল, যে ব্যক্তি ঘরে আর মসজিদে বসে বলত 'আমি কোন কাজই করব না, আমার রিযিক আপনিই আমার নিকট এসে উপস্থিত হবে।' তিনি বললেন, 'লোকটি অজ্ঞ। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

ان الله جعل رزقي تحت ظل رمحي

আল্লাহ্ পাক আমার রিযিক আমার বর্শার ছায়ায় রেখেছেন।

তিনি একথাও বলেছেন—

لو تكلتم على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو

خماصا و تروح بطانا

আল্লাহ্ পাকের উপর যেমন ভরসা করা উচিত তোমরা যদি তাঁর উপর তেমন ভরসা কর, তাহলে পাখীদেরকে যেভাবে রিযিক প্রদান করা হয়, অর্থাৎ সকালে তারা শূন্য উদরে বেরিয়ে যায় আর সন্ধ্যায় পূর্ণ উদরে ফিরে আসে, তোমাদেরকেও ঠিক সেভাবে রিযিক প্রদান করা হবে।*'

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, পাখীরা রিযিকের সন্ধানে সকাল সন্ধ্যায় আসা-যাওয়া করে। ইমাম আহমদ (রহ.) আরো বলেন, হযরত সাহাবায়ে কেরাম ব্যবসা করতেন, খেজুর বাগানে কাজ করতেন। তাঁরা আমাদের জন্য আদর্শ। শায়খ আবু হামেদ (ইমাম গাযালী রহ.) এ সম্পর্কে বলেন, 'তাওয়াক্কুল অর্থ এটা মনে করা যে, জীবিকা উপার্জনের সমস্ত চেষ্টা ও চিন্তা ছেড়ে দিয়ে পুরাতন ছিন্ন বস্ত্রের ন্যায় জমিনে পড়ে থাকা কিংবা নির্জীব মাংসের স্তূপ হয়ে কাষ্ঠখণ্ডের উপর স্থির হয়ে থাকা, এটা নিরেট বোকামী। শরীয়তে এটা নিষিদ্ধ। অথচ ইসলাম তাওয়াক্কুলকারীদের প্রশংসা করেছে। আর এটা কী করে সম্ভব যে, কোন হারাম ও নিষিদ্ধ কাজের জন্য শরীয়ত কারো প্রশংসা করবে!'

আসলে মানুষ যখন তার ইপ্সিত বস্তু লাভের জন্য চেষ্টা ও পরিশ্রম করতে আরম্ভ করে, সেই চেষ্টা ও পরিশ্রমের মাধ্যমেই তাওয়াক্কুলের

---

* ফতহুল বারী- ১১/৩০৫-৩০৬

ফলাফল প্রকাশ পেয়ে থাকে।

ইমাম আবু কাসেম কুশাইরী বলেন, 'তাওয়াক্কুলের স্থান হল অন্তর। বান্দার অন্তরে যখন এ কথার বিশ্বাস স্থির হয়ে যায় যে, রিযিক আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকেই এসে থাকে। কখনো অভাব-অস্বচ্ছলতা দেখা দিলে সে মনে করে যে, এটা তকদীরে এলাহী। আবার স্বচ্ছলতা লাভ হলে মনে করে যে, এটা আল্লাহ্ পাকের দান, তাহলে সে অবস্থায় জীবিকা উপার্জনের জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম তাওয়াক্কুলের পরিপন্থী নয়।*

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটিও একথার প্রমাণ বহন করে যে, 'তাওয়াক্কুল' কখনো জীবিকা অর্জনের চেষ্টা পরিত্যাগের কথা বলে না। হাদীসটি এই—

روى الامامان : ابن حبان والحاكم عن عمرو بن امية رضى الله عنه

قال : قال رجل للنبى صلى الله عليه وسلم ارسل ناقتى و اتوكل

قال: اعقلها و توكل .

ইমাম ইবনে হিব্বান ও ইমাম হাকিম (রহ.) আমর ইবনে উমাইয়্যাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, এক ব্যক্তি জনাব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে আরয করল, আমি আমার উটনী (গলায় ঘন্টা না বেঁধে) খালি ছেড়ে দিয়ে (তার হেফাজতের ব্যাপারে) আল্লাহ্ পাকের উপর তাওয়াক্কুল করি। এর জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বললেন, তার গলায় ঘন্টা বেঁধে তাওয়াক্কুল কর।

ইমাম কুযায়ী (রহ.)-এর রেওয়ায়ত কৃত অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে, হযরত আমর ইবনে উমাইয়্যাহ্ (রাযি.) বর্ণনা করেন,

يا رسول الله اقيد راحلتى و اتوكل على الله او ارسلها و اتوكل ؟

আয় আল্লাহ্র রাসূল! আমি কি আমার সওয়ারীর পা শিকলে বেঁধে

* মিরকাতুল মাফাতিহ্- ৫/১৫৭

আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল করব, নাকি খোলা ছেড়ে দিয়ে তাওয়াক্কুল করব ?

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন—

قيدها و توكل

সওয়ারীর পায়ে শিকল বেঁধে তাওয়াক্কুল কর।*

মোটকথা, তাওয়াক্কুল অর্থ জীবিকা লাভের জন্য চেষ্টা-পরিশ্রম ত্যাগ করা নয়। বরং যথারীতি মেহনতের পাশাপাশি ভরসা রাখতে হবে মহান রাব্বুল আলামীনের উপর। আর এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, সমস্ত কিছু তার হাতেই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং রিযিকের ব্যবস্থা একমাত্র তিনিই করে থাকেন।

---

* মুসনাদুশ্শিহাব- ১/৩৬৮

ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়া

যেসব উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে জীবিকার স্বচ্ছলতা লাভ করা যায়, তন্মধ্যে ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়াও একটি অন্যতম উপায়। এ বিষয়ে ইন্‌শাআল্লাহ্ আমরা নিম্নোক্ত দু'টি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়ার তাৎপর্য।

২। ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়া জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়ার তাৎপর্য

ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, দুনিয়ার সকল কাজ ত্যাগ করে দিন-রাত শুধু মসজিদে পড়ে থাকতে হবে। বরং এর অর্থ হল, ইবাদতের সময় দেহ ও মন তথা গোটা অস্তিত্ব দিয়ে আল্লাহ্ পাকের স্মরণে নিবিষ্ট হয়ে যাওয়া, বিনয়-নম্রতা অবলম্বন করা, মহান রাব্বুল আলামীনের আজমত ও বড়ত্ব দিয়ে গোটা হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে তোলা, এবং আন্তরিকভাবে একথা মনে করা যে, গোটা বিশ্বব্রাহ্মাণ্ডের মালিক রাব্বুল আলামীনের সাথে ভাব বিনিময় ও কথাবার্তায় সে লিপ্ত হয়েছে।

এ সম্পর্কে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এরশাদ হল—

ان تعبد الله كانك تراه فان لم تكن تراه فانه يراك -

আল্লাহ্ পাকের ইবাদত এমনভাবে কর, যেন তাকে দেখতে পাচ্ছ। (অর্থাৎ, সেই মহান প্রতাপশালী রাব্বুল আলামীনের সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করলে যতটা নিবিষ্টভাবে ইবাদত করা হত, ঠিক তেমনি নিবিষ্টতা লাভ করার জন্য মনের মধ্যে এ অনুভূতি জাগ্রত করতে হবে যেন তাঁর

সামনে দাঁড়িয়ে ইবাদত করা হচ্ছে, এবং তিনি তার প্রতিটি দৈহিক আলোড়ন ও পরিবর্তন দেখতে পাচ্ছেন ও মনের সামান্যতম পরিবর্তন সম্পর্কে তিনি অবগত আছেন। আর একান্তই যদি সে অনুভূতি সৃষ্টি করা সম্ভব না হয়, এবং) যদি তাকে দেখতে না পাও, (তবে অন্তত এ অনুভূতিটুকু জাগ্রত কর যে,) তিনি তো তোমাকে দেখতে পাচ্ছেন।[১]

এমন মানুষের দলে ভিড়ে যেও না, যাদের দেহ হয়ত মসজিদে থাকে ঠিক, কিন্তু তাদের মন বাইরের জগতের স্থূল বস্তুতে লিপ্ত হয়ে থাকে। মোল্লা আলী কারী (রহ.) হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী تفرغ لعبادتی এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন—'স্বীয় রবের ইবাদতের জন্য হৃদয়কে পরিপূর্ণ একাগ্র করার ক্ষেত্রে অধিক যত্নবান হও।'[২]

ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়া জীবিকা লাভের উপায় হবার প্রমাণ

এ সম্পর্কে নিম্নে আমরা দু'টি হাদীস উল্লেখ করব। প্রথম হাদীসটি এই—

روى الائمة احمد والترمذى و ابن ماجة والحاكم عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : ان الله تعالى يقول : يا ابن آدم تفرغ لعبادتى املأ صدرك غنى ، و اسد فقرك و ان لا تفعل ملأت يدك شغلا و لم اسد فقرك .

ইমাম আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ ও হাকিম বলেন, হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক বলেছেন, হে বনী আদম! তুমি আমার ইবাদতের জন্য নিজেকে ফারেগ কর। (তাহলে) আমি তোমার সীনাকে সম্পদশালী করে দিব এবং তোমার দরিদ্রতাকে দূর করে দিব। আর যদি তা না কর তাহলে তোমার হাত (অর্থহীন) কাজে ব্যস্ত

---

[১] সহীহ মুসলিম- ১/৩৯

[২] মিরকাতুল মাফাতিহ্- ৯/২৯ ; তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী- ৭/১৪০

করে দিব আর লোকের কাছে তোমাকে মুখাপেক্ষী করে রাখব।*

উল্লিখিত হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যে, পরিপূর্ণ মনোযোগ ও নিবিষ্টতার সাথে ইবাদত-কারীদের জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে দু'টি পুরস্কারের প্রতিশ্রুতি রয়েছে। প্রথম পুরস্কার হল ইবাদতকারীর অন্তরকে অভাবশূন্য করে দেয়া হবে এবং দ্বিতীয় পুরস্কার হল মানুষ থেকে তাকে মুখাপেক্ষীহীন করে দেয়া হবে।

একই হাদীসে খুশু-খুযূ ও একনিষ্ঠভাবে ইবাদত না করার জন্য আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে দু'টি শাস্তির ভীতিও প্রদর্শন করা হয়েছে। শাস্তি দু'টি হল—আল্লাহ্ পাক তাকে অনর্থক কাজে ব্যস্ত করে তুলবেন এবং মানুষের নিকট তাকে মুহতাজ করে রাখবেন।

এই প্রসঙ্গে আমার প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় হাদীসটি হল এই—

روى الامام الحاكم عن معقل بن يسار رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ربكم تبارك و تعالى : يا ابن آدم تفرغ لعبادتى املا غنى ، و املأ يديك رزقا يا ابن آدم! لا تباعدنى فاملأ قلبك فقراً ، و املا يديك شغلا -

ইমাম হাকিম হযরত মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাযি.) হতে রেওয়ায়ত করেছেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, তোমাদের রব তাবারাকা ওয়া তা'আলা এরশাদ করেন, হে আদম সন্তান! আমার ইবাদতের জন্য তুমি ফারেগ হয়ে যাও। তা হলে আমি তোমার দিলকে সম্পদশালী করে দিব এবং তোমার দু'হাতকে রিযিক দ্বারা পূর্ণ করে দিব। হে বনী আদম! তুমি আমার নিকট থেকে দূরে সরে যেও না। (অন্যথায়) আমি তোমার অন্তরকে অভাব দিয়ে ভরে দিব

* আল-মুসনাদ- ১৬/২৭৪ ; জামে' তিরমিযী- ৭/১৪০ ; সুনানে ইবনে মাজাহ্- ২/৪০৮ ; আল-মুস্তাদরিক 'আলাস্ সহীহাইন- ২/৪৪৩ ; ইমাম তিরমিযী এই হাদীসটি 'হাছান' বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন জামে' তিরমিযী- ৭/১৪১)। কিন্তু ইমাম হাকিম ও হাফেয যাহবী বলেছেন হাদীসটি 'সহীহুল ইসনাদ' আর শায়খ আলবানী 'সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন : আল-মুসতাদরিক- ২/৪৪৩ ; আত্তালখীস- ২/৪৪৩ ; সহীহ সুনানে তিরমিযী ২/৩০০ ; সহীহ ইবনে মাজাহ্- ২/৩৯৩

এবং তোমার হাত দু'টিকে অর্থহীন কাজে ব্যস্ত করে দিব।[১]

উপরোক্ত হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যে, একনিষ্ঠতার সঙ্গে ইবাদত-কারীদের জন্য আল্লাহ্ পাক নিম্নোক্ত দু'টি পুরস্কারের ঘোষণা দিয়েছেন।

১। অন্তরকে সম্পদশালী করে দিবেন, এবং

২। পর্যাপ্ত রিযিক দিয়ে তার দু'টি হাত পূর্ণ করে দিবেন।

আর এটা সর্বজনবিদিত বিষয় যে, আল্লাহ্ পাক কখনো ওয়াদা ভঙ্গ করেন না। যেমনটি এরশাদ হয়েছে—

ان الله لا يخلف الميعاد

নিশ্চয়ই আল্লাহ্ পাক প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।[২]

উপরোক্ত হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে এ সম্পর্কেও অবহিত করেছেন যে, রাব্বুল আলামীনের নিকট হতে যারা দূরে সরে যায় তাদের জন্য দু'টি আযাব রয়েছে। সে আযাব দু'টি হল—

১। অভাব ও দরিদ্রতা দিয়ে তার অন্তর পূর্ণ করে দেয়া হবে।

২। অর্থহীন কাজে তাকে ব্যস্ত করে দেয়া হবে।

অন্তরের স্রষ্টা যে অন্তরকে অভাবশূন্য ও সম্পদশালী করে দিবেন, সে অন্তরে কখনো অভাব অনুভুত হবে এটা কী করে সম্ভব ? আর যে হাতকে গোটা জাহানের রিযিকের মালিক রিযিক দিয়ে পূর্ণ করে দিবেন, দরিদ্রতার পক্ষে কখনো সে হাতকে গ্রাস করাও সম্ভব নয়। আর যে অন্তরকে জগৎ-স্রষ্টা অভাব দিয়ে ভরে দিবেন, সে অন্তরকে গোটা জগদ্বাসীর সম্মিলিত প্রচেষ্টাও কখনো অভাবহীন ও পরিতৃপ্ত করতে পারবে না। আর যাকে মহান রাব্বুল আলামীন অর্থহীন কাজে ফাঁসিয়ে দিবেন, তার পক্ষে কী করে অবসর লাভ করা সম্ভব হবে ?

---

[১] আল-মুসতাদরিক 'আলাস্ সহীহাইন- ৪/৩২৬ ; ইমাম হাকিম এই হাদীসটিকে 'সহীহুল ইস্নাদ' বলে উল্লেখ করেছেন এবং হাফেয যাহবী তার সে অভিমতের সঙ্গে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন। শায়েখ আলবানী তাদের উভয়ের মতামতের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে তাতে দৃঢ়তা দান করেছেন। (দেখুন : তালখীস- ৪/৩২৬ ; সিল্সিলাতুল আহাদীসুস্সহীহাহ্- ৩/৩৪৭

[২] সূরা আলে ইমরান- ৯

ধারাবাহিকভাবে
হজ্জ ও ওমরা পালন

যেসব উপায় অবলম্বনের মাধ্যমে জীবিকায় সচ্ছলতা লাভ করা যায়, তন্মধ্যে ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করা একটি অন্যতম উপায়। ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত দু'টি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদনের তাৎপর্য।

২। ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদনের উদ্দেশ্য

শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী (রহ.) ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা পালনের উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, এর উদ্দেশ্য হল, 'হজ্জ ও ওমরা পরপর পালন করতে থাকা। অর্থাৎ, হজ্জ সম্পাদনের পর ওমরার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা, এবং ওমরা শেষ হলে পুনরায় হজ্জের জন্য প্রস্তুত হতে থাকা। কারণ, এ দু'টি ইবাদত একের পর এক আসতেই থাকে।*

ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন
রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণ

ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদন করা রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণরূপে নিম্নে আমরা দু'টি হাদীস পেশ করছি।

প্রথম হাদীস—

روى الائمة احمد و الترمذى والنسائى و ابن خزيمة و ابن حبان

---

* ফয়যুল কদীর লিল মুনাবী- ৩/২২৫

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب ، كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة، و ليس للحجة المبرورة ثواب الا الجنة .

হযরত ইমাম আহমদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে খুযাইমা ও ইবনে হিব্বান (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হজ্জ ও ওমরাকে একের পর এক আদায় কর। কারণ, এ দু'টি দরিদ্রতা ও গুনাহ্‌কে এমনভাবে দূর করে দেয় যেমন হাপর (অগ্নি) লৌহ ও স্বর্ণ-রৌপ্যের ময়লা দূর করে দেয়। আর 'হজ্জে মাবরূর'[১]-এর প্রতিদান শুধুই জান্নাত।[২]

উপরোক্ত হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় উম্মতকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যে, ধারাবাহিকভাবে হজ্জ ও ওমরা সম্পাদনের ফলে দু'টি ফায়দা হাসিল হয়ে থাকে।

১। অভাব ও দরিদ্রতার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং

২। পাপ মোচন হয়।

আর এটা স্পষ্ট কথা যে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ ধরনের সংবাদ কেবল ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত হয়েই দান করে থাকেন। যেমনটি কোরআনে পাকে বলা হয়েছে—

وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحى يوحى

তিনি প্রবৃত্তির তাড়নায় কথা বলেন না। বরং তা কেবল ওহী, যা প্রত্যাদেশ হয়েছে।[৩]

---

[১] 'হজ্জে মাবরূর' অর্থ এমন হজ্জ যা আল্লাহ্ পাক ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রদত্ত আহকামগুলো যথাযথভাবে আদায় করে সম্পন্ন করা হয়।

[২] আল-মুসনাদ- ৫/২৪৪ ; জামে' তিরমিযী- ৩/৪৫৪ ; (এখানে জামে' তিরমিযীর ইবারত উল্লেখ করা হয়েছে।) সুনানে নাসায়ী- ৫/১১৫ ; সহীহ ইবনে খুযাইমা- ৪/১৩০ ; আল-ইহ্‌সান ফী তাকরীবি সহীহি ইবনে হিব্বান- ৯/৬ ; মুহাদ্দিসীনগণ এই হাদীসটিকে 'ছাবেত' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (দেখুন : জামে' তিরমিযী- ১/২৪৫ ; সহীহ সুনানে নাসায়ী- ২/৫৫৮ ; হামিশুল ইহ্‌সান লিশ্‌শায়খ শো'আইব- ৯/৬

[৩] সূরা নাজ্‌ম- ৩-৪

ইমাম ইবনে হিব্বান স্বীয় কিতাব সহীহ ইবনে হিব্বান-এ উপরোক্ত হাদীসটি নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। শিরোনামটি এই–

ذكر نفى الحج والعمرة والذنوب والفقر من المسلم بهما

হজ্জ ও ওমরার মাধ্যমে মুসলমানের গোনাহ্ ও দরিদ্রতা দূর হওয়ার আলোচনা।[১]

ইমাম তীবি (রহ.) উল্লেখিত হাদীসের فانهما ينفيان الفقر والذنوب -এর ব্যাখ্যায় বলেন—

'এই দু'টি দরিদ্রতাকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন সদকা ধন-সম্পদকে বৃদ্ধি করে থাকে।'[২]

আলোচ্য বিষয়ে আমাদের প্রতিশ্রুত দ্বিতীয় হাদীসটি হল এই—

روى الامام النسائى عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد .

ইমাম নাসায়ী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন—'তোমরা হজ্জ ও ওমরাকে একের পর এক আদায় করতে থাক। কারণ এদু'টি অভাব ও দরিদ্রতাকে এমনভাবে দূর করে দেয়, যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দিয়ে থাকে।'[৩]

অতএব, নিজেদের গোনাহের বোঝা এবং অভাব ও দরিদ্রতা থেকে যারা নিস্কৃতি পেতে চান, সামর্থ্য অনুযায়ী তারা নিয়মিত হজ্জ ও ওমরা পালন করতে থাকুন। ওমরা করে থাকলে হজ্জের প্রস্তুতি গ্রহণ করুন। আর হজ্জ করে থাকলে ওমরার জন্য চেষ্টা করতে থাকুন।

---

১ আল-ইহ্সান ফী তাকরীবি সহীহি ইবনে হিব্বান- ৯/৬

২ ফয়যুল কদীর- ৩/২২৫

৩ সুনানে নাসায়ী- ৫/১১৫ ; শায়খ আলবানী এ হাদীসটিকে সহীহ বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন : সহীহ সুনানে নাসায়ী- ২/৫৫৮)

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা

জীবিকায় স্বচ্ছলতা লাভের আরেকটি উপায় হল 'সেলায়ে রেহমী' তথা 'আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা'। ইনশাআল্লাহ্ নিম্নে এ বিষয়ে আমরা চারটি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্য।

২। আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

৩। কার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা হবে এবং কীভাবে করা হবে ?

৪। নাফরমান আত্মীয়দের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষা করার পদ্ধতি।

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার উদ্দেশ্য

আরবী ভাষায় আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করার বিষয়টি বুঝাবার জন্য صلة الرحم শব্দটি ব্যবহার করা হয়। الرحم শব্দটির অর্থ আত্মীয়তা। হাফেয ইবনে হাজার (রহ.) বলেন, الرحم শব্দটি (ر)-এর উপর 'যবর' এবং (ح)-এর উপর নীচে 'যের' দিয়ে পড়া হয়, এবং শব্দটি আত্মীয়তাকে বুঝায়। আর এ আত্মীয় দ্বারা উদ্দেশ্য এমন সব লোকজন যাদের মধ্যে পারস্পরিক বংশীয় সম্পর্ক রয়েছে। চাই তারা পরস্পরের ওয়ারিস বা 'মাহ্রাম' হোক বা না হোক।

الرحم এর তফসীর প্রসঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, এ শব্দটি দ্বারা শুধু 'মাহ্রাম' আত্মীয়-স্বজনই উদ্দেশ্য। তবে এক্ষেত্রে প্রথম অভিমতটিই অধিক গ্রহণযোগ্য। কারণ, দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করলে চাচাত ও মামাত ভাই-বোনেরা 'মাহরাম' না হওয়ার কারণে الرحم 'সেলায়ে রেহমী'-এর আত্মীয়তার গণ্ডি থেকে বের হয়ে যায়। তাই এই ব্যাখ্যাটি সঠিক নয়।[১]

---

[১] ফতহুল বারী- ১০/৪১৪

মোল্লা 'আলী কারী (রহ.) 'সেলায়ে রেহমী'-এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলেন, বংশীয় ও বৈবাহিক সূত্রের আত্মীয়দের সঙ্গে ইহ্সান, সহমর্মিতা ও প্রীতিময় আচরণ করতে হবে এবং তাদের ভাল-মন্দ খোঁজ-খবর রাখতে হবে।[১]

আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা রিযিক লাভের উপায় হবার কারণ

'সিলায়ে রেহমী' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা যে রিযিক তথা জীবিকায় স্বচ্ছলতা লাভের অন্যতম একটি উপায়, বিষয়টি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত আছে। আমরা নিম্নে তারই কয়েকটি হাদীস উল্লেখ করছি।

روى الامام البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من سره ان يبسط فى رزقه و ان ينسا له فى اثره فليصل رحمه .

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবূ হোরায়রা (রাযি.) হতে রেওয়ায়ত করেন। তিনি বলেন, আমি হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি—'যে ব্যক্তি রিযিকের সচ্ছলতা ও দীর্ঘজীবন পছন্দ করে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে চলে।'[২]

---

[১] মিরকাতুল মাফাতিহ্- ৮/৬৪৫

[২] সহীহ্ আল-বুখারী- ১০/৪১৫
বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত হাদীসে 'সেলায়ে রেহমী'-এর কারণে বয়স বৃদ্ধি পাবার যে কথা বলা হয়েছে, এ সম্পর্কে কোন কোন মুহাদ্দিসীনে কেরাম একটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, এবং সে প্রশ্নের উত্তরও নিজেরাই দান করেছেন। উদাহরণত এখানে আমরা হাফেয ইবনে হাজার (রহ.)-এর বক্তব্যটি উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেন, ইমাম ইবনে তায়্যিন (রহ.) বলেন, এই হাদীসটিকে বাহ্যত কালামুল্লাহ্র নিম্নোক্ত আয়াতের সঙ্গে বিরোধপূর্ণ মনে হয়। আয়াতটি এই—

فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة و لا يستقدمون - (الاعراف/٣٤)

অর্থ ঃ 'যখন তাদের মেয়াদ এসে যাবে, তখন তারা না এক মুহূর্ত পিছিয়ে যেতে পারবে, আর না এগিয়ে আসতে পারবে।' —সূরা আ'রাফ ৩৪
আপাত এই বিরোধ নিরসনকল্পে দু'টি সমাধান দেয়া হয়েছে।
প্রথম সমাধান ঃ আল্লাহ্ পাক তার জীবনে বরকত দান করেন, তাকে অধিক পরিমাণে পূন্যকর্ম করার তৌফিক দান করে এবং আখেরাতের জন্য কল্যাণজনক কাজের সুযোগ করে

অন্য এক হাদীসে আছে—

روى الامام البخارى عن انس بن مالك رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : من احب ان يبسط فى رزقه ، و ان يسا له فى اثره فليصل رحمه .

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, 'যে ব্যক্তি স্বীয় জীবিকার স্বচ্ছলতা ও দীর্ঘ জীবন কামনা করে সে যেন 'সেলায়ে রেহ্মী' করে বা আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখে।*

উপরোক্ত হাদীসদ্বয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'সেলায়ে রেহ্মী' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখার মাধ্যমে অর্জন হয় এমন দু'টি ফায়দার কথা উল্লেখ করেছেন। তার একটি হল জীবিকার সচ্ছলতা ও অপরটি হল দীর্ঘ জীবন।

এটা আল্লাহ্ পাকের পক্ষ থেকে একটি উপঢৌকনের ঘোষণা। আর

দেন। আর তাকে অনর্থক ও উদ্দেশ্যহীন কর্ম হতে রক্ষা করেন।

দ্বিতীয় সমাধান ঃ 'সেলায়ে রেহ্মী' দ্বারা আক্ষরিক অর্থেই দীর্ঘ জীবন লাভ হয়ে থাকে। তবে এটা মানব জীবনের হিসাব রক্ষণাবেক্ষণকারী ফেরেশতার জ্ঞান হিসাবে। অন্যদিকে আয়াতে যে জীবন কম-বেশী না হবার কথা বলা হয়েছে, এটা মহান রাব্বুল আলামীনের জ্ঞান হিসাবে। কথাটা এভাবে বলা যেতে পারে যে, ফেরেশতাকে হয়ত বলে দেয়া হয়েছে যে, অমুক ব্যক্তি যদি 'সেলায়ে রেহমী' রক্ষা করে চলে, তা হলে সে একশত বছর জীবন লাভ করবে। অন্যথায় তার জীবন হবে ষাট বছর।

অন্যদিকে লোকটি 'সেলায়ে রেহ্মী' করবে কি না এ বিষয়টি মহান রাব্বুল আলামীনের পূর্ব হতেই জানা আছে। ফলে সে কত দিনের জীবন লাভ করবে এবং তার প্রকৃত জীবন কত দিনের হবে, আল্লাহ্ পাক তা শুরু থেকেই জানেন। তাঁর জানা সে মেয়াদে মোটেও কম-বেশ হবে না। বাকী লোকটির জীবনের যে মেয়াদ ফেরেশতার জানা আছে, তাতে কম-বেশ হতে পারে। সেদিকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন—

يمحوا الله ما يشاء و يثبت و عنده ام الكتب ـ (الرعد/٣٩)

অর্থ ঃ আল্লাহ্ যা ইচ্ছা মিটিয়ে দেন এবং বহাল রাখেন। মূল গ্রন্থ (লওহে মাহফূয) তাঁর কাছেই রয়েছে।—সূরা রা'দ ৩৯

আয়াতে উল্লেখিত এই 'মিটিয়ে দেয়া ও বহাল রাখা' মূলত ফেরেশতার জ্ঞান হিসাবে। আর মূল গ্রন্থ বা লওহে মাহফূযে যা রয়েছে সেটাই আল্লাহ্ পাকের ইল্ম। তাতে কোন পরিবর্তন নেই। একে বলা হয় 'অটল সিদ্ধান্ত'। আর প্রথমটিকে বলা হয় 'ঝুলন্ত সিদ্ধান্ত'। (দেখুন : ফতহুল বারী- ১০/৪১৬ ; শরহে নববী- ১৬/১১৪ ; উমদাতুল কারী- ২২/৯১

* সহীহ আল-বুখারী- ১০/৪১৫

এই ঘোষণা যিনি মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছেন তিনি গোটা মাখলুকের মাঝে সর্বাধিক সত্যবাদী এবং আল্লাহ্ পাকের অতিব প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। তিনি উম্মতের উদ্দেশ্যে এমন উপঢৌকনের ঘোষণা নিজের পক্ষ হতে দিতে পারেন না। বরং তা দিয়েছেন 'ওহীয়ে এলাহী'-এর মাধ্যমে। সুতরাং যারা এই দু'টি ফায়দা তথা জীবিকার সচ্ছলতা ও দীর্ঘ জীবন লাভ করতে ইচ্ছুক তাদের 'সেলায়ে রেহমী'-এর বীজ বপন করা উচিত। তাহলে ইনশাআল্লাহ্ অবশ্যই তারা এ দু'টি ফায়দা অর্জন করতে পারবেন।

ইমাম বুখারী (রহ.) উপরোক্ত হাদীস দু'টি নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন। শিরোনামটি এই—

باب من بسط له فى الرزق بصلة الرحم

(এ) অধ্যায়টি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে যাকে 'সেলায়ে রেহমী'-এর বিনিময়ে জীবিকার সচ্ছলতা দান করা হয়েছে।[১]

ইমাম ইবনে হিব্বান (রহ.) স্বীয় কিতাব সহীহ্ ইবনে হিব্বান-এ হযরত আনাস (রাযি.)-এর হাদীসটি নিম্নোক্ত শিরোনামের অধীনে উল্লেখ করেছেন—

ذكر اثبات طيب العيش فى الامن و كثرة البركة فى الرزق للواصل رحمه

'সেলায়ে রেহমী' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নতকারী ব্যক্তির নিরাপদ, বরকতময় স্বচ্ছল ও সুন্দর জীবন লাভের বর্ণনা।[২]

এ সম্পর্কিত আরো একটি হাদীসে এমন বর্ণিত আছে—

روى الائمة احمد والترمذى والحاكم عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا من انسابكم ما تصلون به ارحامكم فان صلة الرحم محبة فى الاهل مثراة فى المال منساة فى العمر-

---

[১] সহীহ্ বুখারী- ১০/৪১৫

[২] আল-ইহ্সান ফী তাকরীবি সহীহি ইবনে হিব্বান- ২/১৮০

ইমাম আহমদ ও ইমাম হাকিম (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, নিজেদের গনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজনদের পরিচয় অর্জন কর, যাতে 'সেলায়ে রেহমী' তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখতে পার। সন্দেহ নেই যে, 'সেলায়ে রেহমী' খান্দানের মধ্যে মহব্বত, অর্থ-সম্পদে সচ্ছলতা এবং হায়াত বৃদ্ধি করে।[১]

নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উপরোক্ত হাদীসে 'সেলায়ে রেহমী' তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখার তিনটি ফায়দা উল্লেখ করেছেন। তন্মধ্যে দ্বিতীয় ফায়দাটি হল 'সম্পদে সচ্ছলতা লাভ'।

অপর এক হাদীসে বর্ণিত আছে—

روى الائمة عبد الله بن احمد والبزار و الطبرانى عن على بن ابى طالب رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : من سره ان يمد له فى عمره و يوسع عليه فى رزقه و يدفع عنه ميته السوء فليتق الله وليصل رحمه -

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আহমদ, বায্যার ও তিবরানী (রহ.) হযরত আলী ইবনে আবী তালেব (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, তার হায়াত বৃদ্ধি পাক, ধন-সম্পদে সচ্ছলতা আসুক এবং মন্দ-মৃত্যুকে তার থেকে দূরে সরিয়ে দেয়া হোক, তাহলে সে যেন আল্লাহ্কে ভয় করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখে।[২]

এ হাদীসে হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এ বিষয়ে অবহিত করেছেন যে, যার মধ্যে দু'টি গুণ থাকবে,

---

[১] আল-মুসনাদ- ১৭/৪২ ; জামে' তিরমিযী- ৬/৯৬-৯৭; আল-মুসতাদরিক 'আলাস্সহীহাইন- ৪/১৬১; মুহাদ্দেসীনগণ হাদীসটিকে 'ছাবেত' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (দেখুন : আল-মুসতাদরিক- ৪/১৬১ ; আত্তালখীস- ৪/১৬১ ; সহীহ সুনানে তিরমিযী- ২/১৯০

[২] আল-মুসনাদ- ২/২৯০ ; মাজমাউয্যাওয়ায়েদ- ৮/১৫২ ; মুহাদ্দেসীনগণ এই হাদীসটির সনদকে 'সহীহ' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (দেখুন : মাজমাউয্যাওয়ায়েদ- ৮/১৫৩ ; হামিশু লিশ্শায়েখ আহ্মদ শাকের- ২/২৯০

অর্থাৎ আল্লাহ্ পাকের ভয় এবং 'সেলায়ে রেহমী' বা আত্মীয়তার সম্পর্কের প্রতি শ্রদ্ধা ও নিষ্ঠা, সে তিনটি ফায়দা লাভ করবে। তন্মধ্যে একটি ফায়দা হল রিযিকের সচ্ছলতা।

অন্য একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—

روى الامام البخارى عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : من اتقى ربه و وصل رحمه انسئ له فى عمره وثرى ماله و احبه اهله ـ

ইমাম বুখারী (রহ.) হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি স্বীয় রবকে ভয় করে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে, তার হায়াত বৃদ্ধি করে দেয়া হয়, অর্থ-সম্পদে সচ্ছলতা দান করা হয় এবং তার খান্দানের লোকজন তাকে মহব্বত করতে থাকে।[১]

অর্থ-সম্পদ বৃদ্ধি ও দরিদ্রতা দূর করার ক্ষেত্রে 'সেলায়ে রেহমী' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার মধ্যে আল্লাহ্ পাক এমন শক্তি রেখেছেন যে, শুধুমাত্র এই কারণে দুনিয়াতে আল্লাহ্ পাক নাফরমান ও পাপিষ্ঠ লোকদেরকেও অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ও ধনদৌলত দান করে থাকেন। নিম্নোক্ত হাদীসে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ বিষয়টিই উল্লেখ করেছেন।

روى الامام ابن حبان عن ابى بكرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله قال : ان اعجل الطاعة ثوابا صلة الرحم حتى ان اهل بيت ليكونوا فجرة فتنموا موالهم ويكثر عددهم اذا تواصلوا وما من اهل بيت يتواصلون فيحتاجون ـ

ইমাম ইবনে হিব্বান হযরত আবু বকর (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, সকল পুণ্য কর্মের মধ্যে 'সেলায়ে রেহমী'-এর পুণ্য সবচেয়ে

---

১ আল-আদাবুল মুফরাদ- ৩৭

দ্রুত লাভ হয়ে থাকে। এমনকি কোন নাফরমান ঘরানার লোকও যদি 'সেলায়ে রেহমী' রক্ষা করে চলে, তার অর্থ-সম্পদ পরিমাণে ও সংখ্যায় বৃদ্ধি লাভ করে। 'সেলায়ে রেহমী' তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষাকারী কোন পরিবার কখনো অভাবগ্রস্ত হয় না।[১]

আত্মীয়তার সম্পর্ক কীভাবে রক্ষা করা হবে ?

অনেকে মনে করে থাকে যে, আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা বুঝি শুধু অর্থ-কড়ির বিনিময়ে হয়ে থাকে। তাদের এ চিন্তাটি সম্পূর্ণ ভুল। এটা মূলত 'সেলায়ে রেহমী'-র একটি অসম্পূর্ণ চিত্র। এর প্রকৃত পরিধি আরো অনেক বিস্তৃত। 'সেলায়ে রেহমী' শুধু অর্থকড়ি ব্যয় বা হাদিয়া-তোহ্ফা বিনিময়েই সম্পন্ন হয় না। এর জন্য আত্মীয়দের ভাল-মন্দ খোঁজখবর নিতে হয়, দুর্দিনে তাদের পাশে দাঁড়াতে হয়। তাদের কষ্ট দূর করার চেষ্টা করতে হয়। আর একাজগুলো অর্থের বিনিময়েও হতে পারে বা অন্যকোনভাবেও হতে পারে। এভাবেই আত্মীয়তার সম্পর্ক পরিপূর্ণরূপে রক্ষা হয়। ইমাম ইবনে আবী জামরা বলেন, 'সেলায়ে রেহমী' অর্থের বিনিময়ে, প্রয়োজনের সময় সাহায্য করে, বিপদ হতে উদ্ধারে সহায়তা করে, হাস্যমুখে সাক্ষাত করে এবং দু'আর মাধ্যমে হতে পারে।'

মোটকথা, 'সেলায়ে রেহমী' হল সাধ্যমত আত্মীয়দের উপকার করা এবং যথাসাধ্য অনিষ্ট হতে তাদেরকে রক্ষার চেষ্টা করা।[২]

নাফরমান ও গোনাহ্গার আত্মীয়দের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহমী'-র পদ্ধতি

নাফরমান ও গোনাহ্গার আত্মীয়দের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহমী' বা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার ক্ষেত্রে অনেকেই ভুল করে বসেন। তাদের সঙ্গে আন্তরিকভাবে মেলামেশা করা না হলেও বাহ্যিক আচরণে বন্ধুত্ব ও ভালবাসার ভান করা হয়। তাদের সঙ্গে ওঠা-বসা, খাওয়াদাওয়া যথারীতিই চলতে থাকে। তাদের অনাচার ও নাফরমানী প্রত্যক্ষ করা

---

[১] আল-ইহ্সান ফী তাকরীবি সহীহি ইবনে হিব্বান- ২/১৮৩ ; শায়েখ শু'আইব (রহ.) বিভিন্ন সূত্রের ভিত্তিতে হাদীসটিকে 'সহীহ' বলে আখ্যা দিয়েছেন। (দেখুন : হামেশুল ইহ্সান- ২/১৮৩-১৮৪

[২] তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী- ৬/৩০

সত্ত্বেও মুনাফেকী সুলভ আচরণ করে তাদের হাঁ-র সঙ্গে হাঁ মিলিয়ে কৌশলে সখ্যতার ভান করা হয়। তাদের যেসব আচরণ আল্লাহ্ পাকের অসন্তোষ উৎপাদন করতে পারে, সেগুলোর সংশোধনের চেষ্টা না করে তাদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে থাকা হয়। মূলত তাদের আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষার এই কৌশলের সঙ্গে ইসলামী 'সেলায়ে রেহমী'-র সুদূরতম কোন সম্পর্ক নেই।

কেউ হয়ত বলতে পারেন যে, অনাচারী ও নাফরমান আত্মীয়ের সঙ্গে সদাচরণ করতে তো ইসলাম নিষেধ করে নি।

জবাবে আমরা বলব, ইসলাম নাফরমান আত্মীয়দের সঙ্গে সদাচরণ করতে কোন বাধা রাখে নি শুধু নয়, বরং কাফেরদের সঙ্গেও ইহ্সান ও সদাচরণ করার অনুমতি দিয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এরশাদ করেন—

لا ينهكم الله عن الذين لم يقاتلوكم فى الدين ولم يخرجوكم من
دياركم ان تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ـ

ধর্মের ব্যাপারে যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে নি এবং তোমাদেরকে দেশ থেকে বহিস্কৃত করে নি, তাদের প্রতি সদাচরণ ও ইনসাফ করতে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিষেধ করেন না। নিশ্চয় আল্লাহ্ ইনসাফকারীদের ভালবাসেন।[১]

হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাযি.) কর্তৃক তাঁর মুশরিক মায়ের সঙ্গে কৃত আচরণের বিবরণ সম্বলিত হাদীসটিও আমাদের এ বক্তব্যের পক্ষ সমর্থন করে থাকে। একবার হযরত আসমা বিনতে আবি বকর (রাযি.)-এর মুশরিক মা তাঁর নিকট আগমন করলে মার সঙ্গে কেমন আচরণ করবেন এবিষয়টি জানার জন্য তিনি হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আরজ করলেন—

ان امى قدمت وهى راغبة ، افاصل امى ؟ قال صلى الله
عليه وسلم : نعم صلى امك ـ

---

[১] সূরা মুমতাহিনা- ৮

আমার মা এসেছেন। তার ইচ্ছা আমি তার সঙ্গে 'সেলায়ে রেহমী' করি। (এখন আপনার কি অভিমত) আমি কি আমার মায়ের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহমী' করবো ?

জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, হাঁ, নিজের মায়ের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহমী' কর।[১]

তবে এখানে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, কাফের ও নাফরমানদের সঙ্গে সদাচরণ করার অনুমোদন অর্থ এ নয় যে, তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করা যাবে বা তাদের সঙ্গে ওঠাবসা ও চলাফেরা করা যাবে এবং তাদের অনাচার ও ধৃষ্টতা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে বন্ধুত্বের অভিনয় করে যেতে হবে। এটা মোটেও বৈধ নয়। কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে সদাচরণ করা আর তাদের সঙ্গে আন্তরিক বন্ধুত্ব স্থাপন করা এক কথা নয়। যে আল্লাহ্ পাক কাফের ও মুশরিকদের সঙ্গে সদাচরণ করার অনুমতি দিয়েছেন, তিনিই কিন্তু আবার তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব ও আন্তরিক সম্পর্ক স্থাপন করতে নিষেধ করেছেন।

এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله

ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم -

যারা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস করে, তাদেরকে আপনি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচরণকারীদের সাথে বন্ধুত্ব করতে দেখবেন না, যদিও তারা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা জ্ঞাতি-গোষ্ঠী হয়।[২]

ইমাম রাযী রহমাতুল্লাহি আলাইহি এই আয়াতের তরজমা প্রসঙ্গে বলেন, 'যে অন্তরে ঈমান আছে সে অন্তরে আল্লাহ্ পাকের দুশমনদের জন্য মহব্বত থাকতে পারে না। কারণ, মানুষ যখন কাউকে মহব্বত করে, তখন তার দুশমনদের সঙ্গে আর তার মহব্বতের সম্পর্ক হতে পারে না।'[৩]

ইমাম মালেক (রহ.) এই আয়াতের ভিত্তিতে 'কদরিয়া ফেরকা'-র

---

[১] সহীহ বুখারী- ৫/২৩৩

[২] সূরা মুজাদালাহ্- ২২

[৩] তফসীরে কবীর- ২৯/২৭৬ ; ফতহুল কদীর- ৫/২৭২

লোকদের সঙ্গে শত্রুতা পোষণ ও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার অভিমত পোষণ করে থাকেন।[১]

ইমাম কুরতবী (রহ.) ইমাম মালেক (রহ.)-এর অভিমতের উপর আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, 'সকল অন্যায়-অনাচারকারী কদরিয়া ফেরকার লোকজন তাদের সঙ্গে কৃত আচরণেরই যোগ্য।' (অর্থাৎ, তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে করে শত্রুতা পোষণ করতে হবে।[২]

হাফেয ইবনে কাসীর রহমাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, 'তারা (অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক ও আখেরাতে বিশ্বাসী লোকজন) আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাফরমানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক রাখতে পারে না। চাই সে তার যতই নিকটাত্মীয়ই হোক না কেন।'[৩]

নাফরমান ও পথভ্রষ্ট আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে প্রকৃত 'সেলায়ে রেহমী' তো এটাই হবে যে, তাদেরকে নাফরমানীর অন্ধকার পথ হতে নেকীর আলোকিত পথে তুলে আনতে এবং তাদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে যথাসাধ্য চেষ্টা করতে থাকতে হবে। নাফরমান ও পথভ্রষ্ট আত্মীয়-স্বজন মূলত নেকী ও পুণ্যের পথ ত্যাগ করে জাহান্নামের আগুনের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। সচেতন বা অসচেতন যেভাবেই হোক না কেন, আত্মীয়রা যখন জাহান্নামের পথে অগ্রসর হচ্ছে, সেখানে নীরবে বসে তাদের ধ্বংসের সে তামাশা দেখা মোটেও 'সেলায়ে রেহমী' হতে পারে না। বরং তা হবে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করারই নামান্তর।

বিষয়টি একটি উদাহরণ দিয়ে বুঝুন। মনে করুন কারো মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী বা অন্য কোন আত্মীয়া রান্নাঘরে আছেন। হঠাৎ সে ঘরে আগুন লেগে যদি তাকে গ্রাস করে ফেলে, তাহলে সে ব্যক্তি কি এটা পছন্দ করবে যে, তার মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী বা আত্মীয়া আগুনে জ্বলে ছাই হয়ে যেতে থাকুক আর সে বসে বসে তামাশা দেখবে ? একান্ত অপ্রকৃতস্থ মানুষ ছাড়া কারো পক্ষে এটা মেনে নেয়া সম্ভব নয়।

এক্ষেত্রে আরো একটি বিষয় মনে রাখতে হবে যে, নাফরমান ও

---

[১] আহ্কামুল কোরআন লি ইবনিল আরাবী- ৪/১৭২৬ ; তফসীরুল কুরতবী- ১৭/৩০৭

[২] তফসীরে কুরতবী- ১৭/৩০৭ ; তফসীরুত্তাহ্রীর ওয়াত্তানবীর- ২৬/৮০

[৩] তফসীর ইবনে কাসীর- ৪/৩৪৭

বদকার আত্মীয়-স্বজনকে পুণ্যের পথে আনা ও ধ্বংসের পথ হতে রক্ষা করার জন্য যদি তার সঙ্গে বয়কটও করতে হয়, তাহলে সেক্ষেত্রে তার জন্য তা-ই হবে 'সেলায়ে রেহমী'। সময়ের এ চাহিদার বিপরীতে তার সঙ্গে গনিষ্ঠতা অব্যাহত রাখা হবে তার জন্য আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করারই শামিল।

ইমাম ইবনে আবী জমরা বলেন—'আত্মীয়-স্বজন যদি কাফের বা নাফরমান হয়, তাহলে আল্লাহ্ পাকের জন্য তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাই 'সেলায়ে রেহমী'। তবে সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্বে তাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে। সম্ভাব্য সব প্রচেষ্টার পরও তার পক্ষ থেকে যখন ইতিবাচক কোন সাড়া পাওয়া না যাবে, তখন সম্পর্ক ছিন্ন করার পূর্বে তাকে অবহিত করে দিতে হবে যে, নাফরমানীতে তার অব্যাহত বাড়াবাড়ির ফলে বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হচ্ছে। এবং সম্পর্ক ছিন্ন করার পরও বরাবর আল্লাহ্ পাকের নিকট তার হেদায়ত ও সত্যপথে ফিরে আসার জন্য কাকুতি-মিনতি করে দু'আ করতে হবে।'*

* তুহ্ফাতুল আহ্ওয়াযী- ৬/৩০

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা

জীবিকায় স্বচ্ছলতা লাভের আরেকটি উপায় হল 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা'। ইনশাআল্লাহ্‌ এ বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত দু'টি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার তাৎপর্য।

২। আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করার তাৎপর্য

পবিত্র কোরআনে এরশাদ হয়েছে—

وما انفقتم من شئ فهو يخلفه -

তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন।[১]

শায়েখ ইবনে 'আশূর (রহ.) উপরোক্ত আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন—'ব্যয় করা দ্বারা এমন ব্যয় উদ্দেশ্য যা শরীঅত পছন্দ করে থাকে। যেমন, দরিদ্রদেরকে সাহায্য করা, দ্বীনের সাহায্যার্থে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা।'[২]

আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা রিযিক লাভের উপায় হবার প্রমাণ

পবিত্র কোরআন ও হাদীসের একাধিক স্থানে একথা বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করবে, তাকে পারলৌকিক প্রতিদানের পাশাপাশি দুনিয়াতেও বদলা দেয়া হবে। কোরআন হাদীসে বর্ণিত সেসব বাণীর কিছু এখানে আমরা উল্লেখ করছি।

পবিত্র কোরআন আল্লাহ্‌ পাক এরশাদ করেন—

---

১ সূরা সাবা- ৩৯

২ তফসীরে তাহরীর ওয়াত্‌তানবীর- ২২/২২১

وما انفقتم من شيء فهو يخلفه و هو خير الرازقين -

তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন।[১]

এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হাফেয ইবনে কাসীর (রহ.) বলেন, মহান রাব্বুল আলামীন তোমাদেরকে যে বস্তু ব্যয় করার নির্দেশ ও অনুমতি প্রদান করেছেন, তা হতে যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে, আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে দুনিয়াতে তার বদলা দিবেন এবং আখেরাতের তার পুণ্য দান করবেন। এ বিষয়টি হাদীসের বক্তব্য দ্বারাও প্রমাণিত রয়েছে ..[২]

ইমাম রাযী (রহ.) বলেন, وما انفقتم من شيء فهو يخلفه কোরআনের এই আয়াতটি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীসটির বক্তব্যকে সমর্থন করে। হাদীসটি এই—

ما من يوم يصبح العباد فيه الا و ملكان ينزلان فيقول احدهما :

اللهم اعط منفقا خلقا ، و يقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلقا .

প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা (আকাশ হতে) নেমে আসেন। তাদের একজন এই বলে দু'আ করেন—আয় আল্লাহ্! ব্যয়কারীকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং অপরজন দু'আ করেন এই বলে—আয় আল্লাহ্! যে ব্যক্তি ব্যয় করে না তার মাল ধ্বংস করে দিন।

মোটকথা, আযমত ও বড়ত্বের অধিকারী সেই মহান বাদশা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন, যিনি সমস্ত খাজানার মালিক, এবং যিনি গোটা কায়েনাতের কোন ব্যক্তি বা বস্তুর কাছেই মুখাপেক্ষী নন, স্বয়ং তিনি যখন বলেছেন যে, 'ব্যয় কর, তার বদলা আমার জিম্মায়' ; তখন দানকৃত মালের বিনিময় লাভের ব্যাপারে কোন শঙ্কা বা সংশয় থাকা উচিত নয়। এই প্রতিশ্রুতি দানের মাধ্যমে সেই পরাক্রমশালী মহান জাত নিজের উপর ব্যয়ের বদলা প্রদান করাকে অপরিহার্য করে নিয়েছেন।

সুতরাং যে ব্যক্তি ফী-সাবীলিল্লাহ্ ব্যয় করল, সে (ব্যয়কৃত অর্থের) বিনিময় পাওয়ার শর্ত পূরণ করে ফেলল। আর যে ব্যক্তি ব্যয় করল না,

---

১ সূরা সাবা- ৩৯

২ তফসীরে ইবনে কাসীর ৩/৫৯৫ ; তফসীরুত্তাহ্‌রীর ওয়াত্তানবীরে বর্ণিত আছে, কোরআনের আয়াত একথা প্রমাণ করে যে, ব্যয়কৃত সম্পদের বদলা দুনিয়া-আখেরাত উভয় জগতেই প্রদান করা হবে।

সন্দেহ নেই যে, একদিন তার মাল ও অর্থ-সম্পদ ধ্বংস হয়ে যাবে। মালের বদলা পাওয়ার যে শর্ত ছিল, যেহেতু সে তা পূরণ করে নি, তাই তার মাল কোন বিনিময় ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে যাবে।[১]

কোন ব্যয়সায়ী যদি জানতে পারে যে, তার পণ্যসম্ভারের কোন একটি পণ্য অচিরেই নষ্ট হয়ে যাবে। তখন সে ঐ পণ্যটি বাকীতে হলেও বিক্রি করে দিবে। এমনকি ক্রেতা যদি দরিদ্রও হয় তবুও। কারণ, তখন তার চিন্তা থাকবে—পণ্যটি একেবারে নষ্ট হয়ে যাওয়ার চেয়ে বাকীতে হলেও বিক্রি করে দেয়াই ভাল। সে যদি পণ্যটি বাকীতে বিক্রি না করে নিজের কাছে রেখে নষ্ট হতে দেয় তাহলে সকলেই তাকে বোকা বলবে। তার উপর কোন বিত্তবান লোক যদি পণ্যটির মূল্য পরিশোধের জন্য জামিন হয়ে থাকে, তাহলে তো তাকে নিরেট পাগলই মনে করবে।[২]

ইমাম রাযী (রহ.) আরো বলেন—

আল্লাহ্‌র রাস্তায় দান-বিমুখ ব্যক্তির এ কথা জানা নেই যে, তার এ আচরণ পাগলামী সুলভ। আমাদের সমস্ত অর্থ-সম্পদ অবশ্যই একদিন শেষ হয়ে যাবে। পরিবার-পরিজনদের জন্য তা ব্যয় করা মূলত করজ দেয়ার শামিল। আর এ করজ ফেরত দেবার জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন মহান রাব্বুল আলামীন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন—

و ما انفقتم من شيء فهو يخلفه

তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেন।

তাছাড়া আল্লাহ্ পাক সকলকেই কিছু না কিছু বাগান, জমিন, ব্যবসা-বানিজ্য বা জীবিকা উপার্জনের উপযোগী কোন না কোন বস্তু দান করেছেন। জীবিকার্জনের কিছু একটা ব্যবস্থা সকলেরই আছে। এসবের প্রকৃত মালিক মহান রাব্বুল আলামীন। মানুষকে শুধু তা ধার দেয়া হয়েছে। আল্লাহ্ পাক মানুষকে রিযিক পৌঁছাবার যে জিম্মাদারী গ্রহণ করেছেন, তার নিশ্চয়তা বিধানকল্পে এই সকল বস্তু যেন বন্ধক স্বরূপ। আল্লাহ্ পাকের পক্ষ হতে রিযিক লাভের ব্যাপারে মানুষের মনে যাতে কোন অনিশ্চয়তা না থাকে, এই ব্যবস্থা তারই গ্যারান্টি। কিন্তু এতদসত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষই নিজেদের অর্থ-সম্পদ আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় ব্যয় না

১ তফসীরুল কবীর- ২৫/২৬৩
২ আত্তাফসীরুল কবীর- ২৫/২৬৩

করে প্রতিশ্রুত আজর-ছওয়াব ও প্রতিদান হতে বঞ্চিত হচ্ছে, আর প্রাপ্ত অর্থ-সম্পদ নিস্ফল বিনষ্ট হতে দিচ্ছে।[১]

বিঃ দ্রঃ উল্লিখিত আয়াতে একটি বিশেষ প্রনিধানযোগ্য বিষয় হল এই যে, আল্লাহ্ পাক তাঁর রাস্তায় ব্যয়কারীদের জন্য বদলা প্রদানের যে প্রতিশ্রুতি দান করেছেন, তার নিশ্চয়তা বিধানের জন্য তাঁর কথায় আরবী ভাষার ব্যাকরণগত এমন তিনটি পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন, যা দ্বারা কথায় তাকিদ আনয়ন করা হয় এবং এর বাস্তবতার গভীরতা বুঝানো হয়। এই তিনটি 'তাকীদ' এ বিষয়ের প্রমাণ বহন করে যে, আল্লাহ্ পাক স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূরণের ক্ষেত্রে কত গভীরভাবে আন্তরিক।[২] তাছাড়া আল্লাহ্ পাক এমন এক মহান জাত যে, তিনি যদি কোনরূপ তাকিদ ছাড়াও প্রতিশ্রুতি দিতেন, তবুও তাতে সামান্যতম সন্দেহের অবকাশ থাকত না। কারণ—

و من اوفى بعهده من الله -

আল্লাহ্‌র চেয়ে অধিক প্রতিশ্রুতি পূরণকারী আর কে আছে ?[৩]

আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم -

শয়তান তোমাদেরকে অভাব-অনটনের ভীতি প্রদর্শন করে এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়। পক্ষান্তরে আল্লাহ্ তোমাদেরকে নিজের পক্ষ থেকে ক্ষমা ও বেশী অনুগ্রহের ওয়াদা করেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সুবিজ্ঞ।[৪]

এই আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস (রাযি.) বলেন, এ আয়াতে দু'টি বিষয় রয়েছে আল্লাহ্‌র পক্ষ হতে আর দু'টি বিষয় রয়েছে শয়তানের পক্ষ হতে। শয়তানের দু'টি বিষয়ের একটি হল—الشيطن يعدكم الفقر (শয়তান তোমাদেরকে দরিদ্রতার ভীতি প্রদর্শন করে)। ফলে সে বলে, দান-খয়রাত করে বেশী বদান্যতা দেখাতে যেও

১ আত্তাফসীরুল কবীর- ২৫/২৬৩
২ তফসীরুত্তাহ্‌রীর ওয়াত্তানবীর- ২২/২২১
৩ সূরা তওবা- ১১১
৪ সূরা বাকারা- ২৬৮

না। এক সময় এই অর্থ-সম্পদ তোমারই প্রয়োজন হবে। আর দ্বিতীয় বিষয়টি হল—ويأمركم بالفحشاء এবং অশ্লীলতার আদেশ দেয়।

অন্যদিকে আল্লাহ্ পাকের দু'টি বিষয় হল— والله يعدكم مغفرة منه وفضلا অর্থাৎ, আল্লাহ্ পাক নিজের পক্ষ হতে তোমাদের গুনাহ্ মাফ করার এবং রিযিক বৃদ্ধি করে দেবার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন।[১]

এই আয়াতটির তফসীর প্রসঙ্গে কাযী ইবনে 'আতিয়্যাহ্ (রহ.) বলেন, 'মাগফেরাত' দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়া ও আখেরাতে বান্দার দোষ-ক্রটি লুকিয়ে রাখা, আর 'ফযল' দ্বারা উদ্দেশ্য দুনিয়াতে রিযিকের প্রাচুর্য ও সচ্ছলতা এবং আখেরাতের বিভিন্ন নেয়ামত। আর আল্লাহ্ পাক এই প্রতিশ্রুতিগুলি দিয়েছেন আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারীদের জন্য।[২]

ইমাম ইবনে কায়্যিম আল-জাওযিয়্যাহ্ (রহ.) এ আয়াতের তফসীর প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক বান্দার গুনাহ্ মাফ করার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন এবং এই মর্মে তাদেরকে অনুগ্রহ দানের আশ্বাস দিচ্ছেন যে, যে পরিমাণ তারা ব্যয় করবে তার কয়েক গুণ দুনিয়াতে বা দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জগতেই দান করবেন।[৩]

অন্য একটি হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে—

روى الامام مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه يبلغ به النبى صلى الله عليه وسلم قال : قال الله تبارك و تعالى : يا ابن آدم انفق انفق عليك ـ

ইমাম মুসলিস (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, আল্লাহ্ পাক বলেন, হে আদম সন্তান! তোমরা ব্যয় কর, আমি তোমাদের জন্য ব্যয় করব।[৪]

---

১ তফসীরে তাবারী- ৫/৫৭১ ; তফসীরে কবীর- ৭/৬৫ ; তফসীরে খাযেনে বলা হয়েছে, 'মাগফেরাত' দ্বারা পারলৌকিক কল্যাণ উদ্দেশ্য। আর ' فضلا ' দ্বারা উদ্দেশ্য কল্যাণকাজে ব্যয়কৃত অর্থ-সম্পদের বদলায় প্রাপ্ত দুনিয়ার বিভিন্ন কল্যাণকর বিষয়।

২ আল-মুহার্‌রারুল ওজীয।

৩ তফসীরুল কায়্যিম- ১৬৮ ; ফতহুল কদীর- ১-৪৩৮ ; এখানে ' فضل ' দ্বারা উদ্দেশ্য হল, আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কৃত মালের বিনিময়ে আল্লাহ্ পাক ব্যয়কৃত মালের চেয়েও বহুগুণ উত্তম বিনিময় দান করবেন। দুনিয়াতে তার রিযিকের সচ্ছলতা দান করবেন এবং আখেরাতে এমন নেয়ামত দান করবেন যা দুনিয়াতে ব্যয়কৃত মালের চেয়ে অনেক উত্তম, উন্নত ও শানদার হবে।

৪ সহীহ মুসলিম- ২/৬৯০-৬৯১

আল্লাহু আকবার! আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারীদের জন্য সচ্ছলতার এর চাইতে পোক্ত প্রতিশ্রুতি এবং রিযিক লাভ করার এর চাইতে সহজ ও নিশ্চিত মাধ্যম আর কী হতে পারে!

বান্দা আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে আর আল্লাহ্ পাক ব্যয় করবেন বান্দার পিছনে। কোন দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত বান্দা যদি তার সামর্থ্য অনুযায়ী আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করে, তো সেই মহান শাহান্শাহ্ দানকারীর দানের পরিমাণের বিচারে নয়, বরং নিজের বড়ত্ব ও আযমতের শান অনুযায়ীই তাকে দান করবেন।

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের এরশাদ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ আয়াতটি কোরআনে পাকেরই অপর আয়াত وما انفقتم من شيء فهو يخلفه এর তফসীর বা ব্যাখ্যা। এ আয়াতে পুণ্যকাজে ব্যয় করার প্রতি উৎসাহিত করা হয়েছে এবং তাতে এ সুসংবাদ রয়েছে যে আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারী ব্যক্তি আল্লাহ্ পাকের অনুগ্রহে উত্তম বিনিময় লাভ করবে।[১]

এ সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসে এরূপ বর্ণিত আছে—

روى الامام البخارى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم قال : ما من يوم يصبح العباد فيه الا و ملكان ينزلان فيقول احدهما اللهم اعط منفقا خلفا و يقول الآخر : اللهم اعط ممسكا تلفا -

ইমাম বোখারী (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) হতে রেওয়ায়ত করেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন— প্রতিদিন সকালে দু'জন ফেরেশতা (আকাশ হতে) নেমে আসেন। তাদের একজন এই বলে দু'আ করেন যে, আয় আল্লাহ্! ব্যয়কারীকে উত্তম বিনিময় দান করুন। এবং অপরজন এই বলে দু'আ করেন যে, আয় আল্লাহ্! যে ব্যক্তি ব্যয় করে না তার মাল ধ্বংস করে দিন।

হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এবিষয়ে অবহিত করেছেন যে, আল্লাহ্র রাস্তায় যারা ব্যয় করে, তাদের ব্যয়কৃত

---

১ শরহে নববী- ৭/৭৯

মালের প্রতিদান দানের জন্য প্রতিদিন প্রভাতে একজন ফেরেশতা আল্লাহ্ পাকের দরবারে দু'আ করে থাকেন। এই প্রতিদানের উদ্দেশ্য সম্পর্কে মোল্লা 'আলী কারী (রহ.) বলেন, 'অতীব উত্তম ও উন্নত প্রতিদান'। অর্থাৎ, দুনিয়ায় বদলা আর আখেরাতে প্রতিদান। যেমনটি আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন ঃ وما انفقتم من شيء (এবং তোমরা যা কিছু ব্যয় কর।)[১] আর এটা স্পষ্ট কথা যে, ফেরেশতাদের দু'আ আল্লাহ্ পাকের দরবারে কবূল হয়েই থাকে।[২] কারণ, ফেরেশতাগণ কখনো আল্লাহ্ পাকের অনুমতি ছাড়া দু'আ করেন না। আল্লাহ্ পাক বলেন—

ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون -

তারা শুধু তাদের জন্যে সুপারিশ করে, যাদের প্রতি আল্লাহ্ সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত।[৩]

এ সম্পর্কে আরো একটি হাদীসে বর্ণিত আছে—

روى الامام البيهقى عن ابى هريرة رضى الله عنه ان النبى صلى الله عليه وسلم انفق يا بلال! و لا تخش من ذى العرش اقلالا -

ইমাম বায়হাকী (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন, হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, হে বেলাল! ব্যয় কর, আর আরশের মালিকের পক্ষ হতে সঙ্কীর্ণতার আশংকা করো না।[৪]

আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় ব্যয়কারীদের জন্য নবী করীম সাল্লাল্লাহু

---

[১] মিরকাতুল মাফাতীহ্- ৪/৩৬৬
সৈয়্যদ মোহাম্মদ রশীদ রযা বলেন, আমার নিকট এ দু'আর অর্থ হল—এটা আল্লাহ্ পাকের রীতি যে, যারা আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় ব্যয় করে তাদের জন্য রিযিক লাভের উপায় উপকরণগুলো সহজ করে দেয়া হয় এবং সে ব্যক্তির অন্তরে তার আযমত দৃঢ় করে দেয়া হয়। আর বখীল ব্যক্তিরা এ বিষয়গুলো থেকে বঞ্চিত থাকে।—তফসীরুল মানার-৪/৭৪

[২] উমদাতুল কারী- ৮/৩০৭

[৩] সূরা আম্বিয়া- ২৮

[৪] বায়হাকী ; মিশকাতুল মাসাবীহ্- ১/৫৯০-৫৯১ ; মুহাদ্দেসীনগণ এ হাদীসটিকে 'ছাবেত' বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন : মাজমাউযযাওয়ায়েদ- ৩/১২৬ ; কাশফুল খাফা ওয়া মাযীলুল আলবাস- ১/২৪৩ ; তান্‌কীহুর্ রুয়াত ফী তাখরীজি আহাদীসিল মিশকাত- ২/১৯ ;

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কত সুদৃঢ় নিশ্চয়তা প্রদান করলেন। যে ব্যক্তি আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করবে, আল্লাহ্ পাক তাকে সাহায্য-সহযোগিতাহীন অবস্থায় দরিদ্রতা ও অভাব-অনটনে বিপর্যস্ত হওয়ার জন্য ছেড়ে দিবেন, রব্বে যুলজালালের ইয্যতের কসম! এমনটি হওয়া কখনো সম্ভব নয়।

মোল্লা আলী কারী (রহ.) এই হাদীসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, তোমার কি এ বিষয়ে আশঙ্কা হয় যে, আসমান থেকে যমীনের নেযাম পরিচালনাকারী রব তোমাকে ধ্বংস করে দিবেন ? তুমি কি এ ভয় কর যে, যার রহমত ফরমাঁবরদার ও নাফরমান নির্বিশেষে আসমান ও যমীনের সকল অধিবাসীর জন্য ব্যাপক, যিনি জীব-জন্তু ও পশু-পাখী সকলকে নিজের রহমত দ্বারা বেষ্টন করে রেখেছেন, তিনি তোমার রিযিক সঙ্কীর্ণ করে দিবেন ?[১]

হাদীস, সীরাত, ইতিহাস ও জীবনীগ্রন্থে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা হতে একথা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয়কারীদেরকে আল্লাহ্ পাক দুনিয়াতেই উত্তম বদলা দান করেছেন। এখানে আমরা সে ধরনের একটি ঘটনা দিয়েই আমাদের এই প্রসঙ্গের আলোচনার সমাপ্তি টানবো।

روى الامام مسلم عن ابى هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم قال : بينا رجل بفلاة من الارض ، فسمع صوتا فى سحابة : اسق حديقة فلان . فتنحى ذلك السحاب ، فافرغ ماءه فى حرة ، فاذا شرجةٌ من تلك الشراج قد استوعبت ذلك الماء كله فتتبع الماء فاذا رجل قائم فى حديقته يحول الماء بمسحاته ، فقال له : يا عبدالله ما اسمك ؟ قال : فلان ، للاسم الذى سمع فى السحابة فقال له : يا عبدالله! لم تسألنى عن اسمى ؟ فقال : انى سمعت صوتا فى السحاب الذى هذا ماؤه ، يقول : اسق حديقة فلان . لاسمك فما

[১] মিরকাতুল মাফাতীহ্- ৪/৩৮৯

تصنع فيها ؟ قال : اما اذا قلت هذا ، فانى انظر ما يخرج منها ،
فاتصدق بثلثه ، و اكل انا و عيالى ثلثا و ارد فيها ثلثه .

ইমাম মুসলিম (রহ.) হযরত আবু হোরায়রা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, এক ব্যক্তি অনুর্বর একটি খোলা মাঠে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ শোনতে পেল, আকাশের মেঘমালা হতে কে যেন বলছে, 'অমুকের বাগিচায় পানি দাও'। মেঘমালা ভেসে গিয়ে কালো প্রস্তরময় একটি ভূখণ্ডে বর্ষিত হল। তারপর বর্ষিত সেই বৃষ্টির পানি একটি নালা বেয়ে চলতে লাগল। লোকটিও সে পানির পিছন পিছন চলতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে দেখতে পেল এক ব্যক্তি কোদাল দিয়ে সে পানি নিজের বাগানে প্রবেশের পথ করে দিচ্ছে। লোকটি তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'ওহে আল্লাহ্র বান্দা! তোমার নাম কি ?' লোকটি ঠিক সে নামটিই বলল যা সে মেঘমালায় শোনতে পেয়েছিল। বাগানের মালিক তাকে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার নাম জিজ্ঞাসা করছ কেন ?'

লোকটি বলল, 'এই পানিগুলো যে মেঘমালা হতে বর্ষিত হয়েছে আমি সে মেঘমালায় শুনতে পেয়েছি, কেউ একজন বললেন যে, 'অমুকের বাগানে পানি দাও'। আর সে নামটি ছিল তোমারই নাম। এই বাগানে উৎপন্ন ফসলগুলো তুমি কিভাবে ব্যয় কর আমাকে কি সে বিষয়ে অবহিত করবে ?

জবাবে লোকটি বলল, তুমি যখন আমাকে একথা বললে, (তখন আমিও তোমাকে নিজের কথা বলছি)। আমার কার্যপদ্ধতি হল, এই বাগানে উৎপাদিত ফসলের তিনের এক ভাগ আমি দান করে দেই, এক ভাগ আমার পরিবারের জন্য রেখে দিই এবং অবশিষ্ট ফসল জমির পিছনে ব্যয় করি।[১]

অন্য এক রেওয়ায়তে আছে, 'এক তৃতীয়াংশ মিসকিন, ভিক্ষুক ও মুসাফিরদিগকে দান করে দেই।'[২]

---

[১] সহীহ মুসলিম- ৪/২২৮৮

[২] সহীহ মুসলিম- ৪/২২৮৮

ইমাম নববী (রহ.) বলেন, উল্লিখিত হাদীস হতে সদকা, মিসকিন ও মুসাফিরদের সঙ্গে সদাচরণ এবং নিজের উপার্জিত সম্পদ নিজের ও পরিবারের অন্যান্যদের পিছনে ব্যয় করার ফযীলত সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়।[১]

মোটকথা, রিযিকের লাভের উপায়গুলোর মধ্যে আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করা অন্যতম একটি উপায়। আল্লাহ্ রাব্বুল ইয্‌যত তাঁর রাস্তায় ব্যয়কারীদেরকে আখেরাতের অপরিমিত পুণ্য ছাড়াও দুনিয়াতেও তার দানের কয়েক গুণ অধিক তাকে ফেরত দিয়ে থাকেন।

---

[১] শরহুন্‌নববী- ১৮/১১৫

তালিবে ইলম তথা
দ্বীনের শিক্ষার্থীদের পিছনে ব্যয় করা

জীবিকায় স্বচ্ছলতা লাভের আরেকটি উপায় হল 'তালিবে ইলম তথা দ্বীনের শিক্ষার্থীদের পিছনে ব্যয় করা'। এ সম্পর্কে হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন—

روى الامامان الترمذى والحاكم عن آنس بن مالك رضى الله عنه قال : كان اخوان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان احدهما يأتى النبى صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف ، فشكا المحترف اخاه الى النبى صلى الله عليه وسلم . فقال لعلك ترزق به .

ইমাম তিরমিযী ও হাকিম (রহ.) হযরত আনাস ইবনে মালেক (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যমানার দুই ভাইয়ের ঘটনা। তাদের একজন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে ইল্‌ম হাসিল করার জন্য আসত এবং অপরজন জীবিকা-অর্জনের চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। যে ভাই জীবিকা অর্জনের জন্য মেহনত করত, একদিন সে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিজের ভাইয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। জবাবে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'হতে পারে তোমাকে তার উসীলাতেই রিযিক প্রদান করা হচ্ছে'।[১]

---

[১] জামে' তিরমিযী- ৭/৮ ; মুসতাদরিক 'আলাস্‌সহীহাইন- ১/৯৩-৯৪ ; ইমাম হাকিম, হাফেয যাহবী ও শায়েখ আলবানী (রহ.) এই হাদীসটিকে 'সহীহ' বলে উল্লেখ করেছেন। (দেখুন :

সংসারের জন্য শ্রমদানকারী ভাই যখন নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তার দ্বীনের ইলম অর্জনকারী ভাইয়ের বিরুদ্ধে জীবিকা অর্জনে সহযোগিতা না করার অভিযোগ করল, তখন নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ভাইয়ের পিছনে ব্যয় করে তাকে খোঁটা না দেয়ার জন্য উপদেশ করলেন। ভাই তো ভেবেছিল যে, সংসারের জন্য শুধু সে-ই খেটে মরছে আর তার ভাই বসে বসে খাচ্ছে। কিন্তু রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বুঝিয়ে দিলেন যে, তাদের রিযিক লাভের আসল উসীলা এই ইলম অর্জনকারী ভাই হওয়া অসম্ভব নয়।

মোল্লা 'আলী কারী (রহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য 'لعلك ترزق به' -এর ব্যাখ্যা করে বলেন, 'আমার ধারণা—তোমাদের রিযিক লাভের কারণ কিন্তু তোমার কর্মদক্ষতা বা পরিশ্রম নয়। বরং এই তালিবে ইলম ভাইয়ের বরকতেই তোমরা রিযিক লাভ করছ। কাজেই, তার পিছনে তোমরা যা ব্যয় করছ সে জন্য তাকে খোঁটা দিও না।[১]

আল্লামা তীবী (রহ.) বলেন, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথায় ব্যবহৃত لعل শব্দটি সম্পর্কে দু'টি সম্ভাবনা রয়েছে। প্রথমত এই শব্দটির সম্পর্ক খোদ নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে শব্দটি তাঁর কথার সুদৃঢ়তা ও নিশ্চয়তা প্রকাশ করবে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্য একটি হাদীসে তাঁর এ বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায়। যেমন—

فهل ترزقون الا بضعفائكم

তোমাদেরকে কেবল তোমাদের দুর্বলদের উসীলায় রিযিক প্রদান করা হয়।

দ্বিতীয় সম্ভাবনা হল, শব্দটির সম্পর্ক শ্রোতার সঙ্গে। সে ক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হবে, শ্রোতাকে চিন্তা-ভাবনা করে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।[২]

কোন কোন আলেম একথাও বলেছেন যে, দ্বীনের ইলম অর্জনকারী

আল-মুসতাদরিক- ১/৯৪ ; তালখীস- ১/৯৪ ; সহীহ সুনানে তিরমিযী- ২/২৭২

[১] মিরকাতুল মাফাতীহ্- ৯/১৭১

[২] মিরকাতুল মাফাতীহ্- ৯/১৭১

ব্যক্তি নিম্নোক্ত আয়াতে বর্ণিত লোকদের অন্তর্ভুক্ত। আয়াতটি হল এই—

للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم -

খয়রাত ঐ সকল গরীব লোকের জন্য, যারা আল্লাহ্‌র পথে আবদ্ধ হয়ে গেছে—জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র ঘোরাফেরা করতে সক্ষম নয়। অজ্ঞ লোকেরা যাঞ্চা না করার কারণে তাদেরকে অভাবমুক্ত মনে করে। তোমরা তাদেরকে তাদের লক্ষণ দ্বারা চিনবে। তারা মানুষের কাছে কাকুতি-মিনতি করে ভিক্ষা চায় না। তোমরা যে অর্থ ব্যয় করবে, তা আল্লাহ্ তা'আলা অবশ্যই পরিজ্ঞাত।[১]

ইমাম গায্যালী (রহ.) বলেন, নিজের সদকা ও দান-খয়রাতকে এমন লোকদের নিকট পৌঁছানোর ব্যাপারে বিশেষ যত্ন গ্রহণ করা উচিত, যাদের কারণে দানের মান ও মূল্য বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। যেমন, 'আহ্‌লে ইলম'গণের পিছনে ব্যয় করা। এতে তাদের ইল্‌ম অর্জনে সহায়তা হয়। আর নিয়ত ঠিক থাকলে ইল্‌ম অর্জন করাই সর্বোত্তম ইবাদত। ইমাম আবদুল্লাহ্ ইবনে মুবারক নিজের সমস্ত দান-সদকা আহ্‌লে ইল্‌মদের পিছনেই ব্যয় করতেন। তাকে যখন বলা হল যে, আপনি আপনার দান-সদকায় অন্যদেরকেও শামিল করুন। জবাবে তিনি বললেন, নবুওয়াতের মর্যাদার পর আলেমদের মর্যাদার চাইতে উত্তম ও শ্রেষ্ঠ আর কোন পদমর্যাদার কথা আমার জানা নেই।

আলেমগণ যদি দুনিয়াবী জরুরতের পিছনে মশগুল হয়ে পড়েন, তাহলে তারা আর না দ্বীন-চর্চার অবসর পাবেন, আর না সে জন্য চেষ্টা করবেন। দ্বীন চর্চার জন্য তাদেরকে অবসর করে দেয়াই সঙ্গত ও উত্তম।[২]

মোটকথা, পর্যাপ্ত রিযিক ও সচ্ছলতা লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের জন্য দ্বীনের ইলম অর্জনকারী তালিবে ইলমদের পিছনে নিজের অর্থ-সম্পদ ব্যয় করা উচিত।

---

[১] সূরা বাকারা- ২৭৩
[২] তফসীরুল কাসেমী- ৩/২৫০

দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা

জীবিকায় স্বচ্ছলতা লাভের আরেকটি উপায় হল 'দুর্বল, অসহায় ও নিরাশ্রয় ব্যক্তিদের প্রতি অনুকম্পা ও দয়া প্রদর্শন করা'। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিম্নোক্ত হাদীস এই মর্মবাণীটিকেই প্রকাশ করেছে।

روى الاما البخارى عن مصعب بن سعد رضى الله عنه قال : راى سعد رضى الله عنه ان له فضلا من دونه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : هل تنصرون و ترزقون الا بضعفائكم ـ

ইমাম বোখারী (রহ.) হযরত মাস'আব (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, হযরত সা'আদ (রাযি.)-এর ধারণা হল যে, তার চেয়ে দুর্বল লোকদের উপর তিনি কিছু শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। এই প্রেক্ষিতে হযরত রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, 'তোমাকে কেবল তোমার চেয়ে দুর্বল লোকদের উসিলায় সাহায্য করা হয় এবং তাদের কারণেই তোমাকে রিযিক প্রদান করা হয়'।[১]

কাজেই যে ব্যক্তি দুশমনের বিপক্ষে আল্লাহ্ পাকের নুসরত ও সাহায্য কামনা করে এবং রিযিকের সচ্ছলতা আশা করে, তার জন্য দুর্বল, অসহায় ও নিরাশ্রয় মুসলমানদের সাহায্য-সহযোগিতা ও ইয্যত-সম্মান করা উচিত।

অপর এক হাদীসে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন, যে ব্যক্তি তাঁকে রাজি-খুশী ও সন্তুষ্ট করতে চায়, তার জন্য উম্মতের দুর্বল ও অসহায় লোকদের প্রতি ইহ্সান ও সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। হাদীসটি এই রকম—

---

[১] সহীহুল বোখারী- ১৪/১৭৯

روى الائمة احمد و ابوداود و الترمذى والنسائى و ابن حبان والحاكم عن ابى الدرداء رضى الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ابغونى فى ضعفائكم ، فانما ترزقون و تنصرون بضعفائكم ـ

ইমাম আহমদ, আবু দাঊদ, তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে হিব্বান ও হাকিম (রহ.) হযরত আবু দারদা (রাযি.) হতে বর্ণনা করেন। তিনি বলেছেন, আমি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এরশাদ করতে শোনেছি। তিনি বলেছেন—'তোমাদের দুর্বল ও অসহায় ব্যক্তিদেরকে সাহায্য-সহযোগিতা করার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করো। কারণ, তাদের কারণেই তোমরা রিযিক লাভ করে থাক এবং সাহায্য-সহযোগিতা পেয়ে থাক'।[১]

মোল্লা 'আলী কারী (রহ.) নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বক্তব্য ' ابغونى فى ضعفائكم '-এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, 'তোমাদের দরিদ্র লোকদের সাহায্য-সহযোগিতা করার মাধ্যমে আমার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা কর। এতে রিযিক ও সাহায্য-সহযোগিতা লাভ হয়ে থাকে'।[২]

যে ব্যক্তি দুর্বল, অসহায় ও দরিদ্র ব্যক্তিদের প্রতি ইহ্সান ও দয়া-দাক্ষিণ্য করে আল্লাহ্‌র হাবীব জনাব রাসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সন্তুষ্ট করল, তার উপরও নিশ্চয় রহমনা-রহীম আল্লাহ্ পাক সন্তুষ্ট হবেন এবং শত্রুদের মোকাবেলায় তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করবেন আর অনুগ্রহ করে তার জন্য রিযিকের দরজা অবারিত করে দিবেন।

---

[১] আল-মুসনাদ- ৫/১৯৮ ; সুনানে আবী দাঊদ- ৭/১৮২ ; জামে' তিরমিযী- ৫/২৯১ ; সুনানে নাসায়ী- ৬/৪৫-৪৬ ; আল-ইহসান ফী তাকরীবি সহীহি ইবনে হিব্বান- ১১/৮৫ ; আল-মুসতাদরিক 'আলাস্‌সহীহাইন- ২/১০৬
মুহাদ্দিসীনগণ এই হাদীসটিকে 'সাবেত' বলে অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (দেখুন : জামে' তিরমিযী- ৫/২৯২ ; মুসতাদরিক- ২/১০৬ ; আত্তালখীস- ২/১০৬ ; সহীহ সুনানে আবী দাঊদ- ২/৪৯২ ; সহীহ সুনানে তিরমিযী- ২/১৪০ ; সহীহ সুনানে নাসায়ী- ২/৬৬৯ ; সিলসিলাতুল আহাদীসিস্‌সহীহাহ্- ২/৪২২

[২] মিরকাতুল মাফাতীহ্- ৯/৮৪

আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করা

জীবিকায় সচ্ছলতা লাভের আরেকটি উপায় হল 'আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করা'। ইনশাআল্লাহ্ এ বিষয়ে আমরা নিম্নোক্ত দু'টি শিরোনামের অধীনে আলোচনা করব।

১। আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করার ব্যাখ্যা।

২। আল্লাহ্ রাস্তায় হিজরত করা সচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণ।

আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করার ব্যাখ্যা

ইমাম রাগেব ইসফাহানী (রহ.) হিজরতের ব্যাখ্যা দিয়ে প্রসঙ্গে বলেন ঃ

الخروج من دار الكفر الى دار الايمان كمن هاجر من مكة الى المدينة

(হিজরত বলা হয়) অমুসলিম দেশ ত্যাগ করে মুসলিম দেশে গমন করা। যেমন মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গমন করা হয়েছিল।[১]

হিজরতের জন্য প্রধানতম বিষয় হল, তা খাঁটিভাবে আল্লাহ্ পাকের রাস্তায় হতে হবে। অর্থাৎ, হিজরতকারীর উদ্দেশ্য হতে হবে আল্লাহ্ পাকের হুকুম ও মরযী মোতাবেক দ্বীন কায়েম করা এবং আহ্‌লে ঈমান তথা মুসলমানদেরকে কাফের-মুশরিকদের অত্যাচার ও জুলুম-জবরদস্তির মোকাবেলায় নুসরত ও সাহায্য-সহযোগিতা করা।

---

[১] আল-মুফরাদাত ফী গরীবিল কুরআন- ৫৩৭ ; তাহরীরু আলফাযিত্তাম্বীহ্- ৩১৩ ; কিতাবুত্তা'রীফাত- ২৭৭

আল্লাহ্ রাস্তায় হিজরত করা সচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণ

পবিত্র কোরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটি আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করা সচ্ছলতা লাভের উপায় হবার প্রমাণ বহন করে। আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেছেন—

ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة -

যে কেউ আল্লাহ্র পথে দেশত্যাগ করে, সে এর বিনিময়ে অনেক স্থান ও সচ্ছলতা প্রাপ্ত হবে।[১]

উল্লিখিত আয়াতে রাব্বুল আলামীন তাঁর রাস্তায় হিজরতকারীদের জন্য দুনিয়াতে দু'টি নেয়ামত দানের সুসংবাদ দান করেছেন।

প্রথম নেয়ামত হল مرغما كثيرا এবং দ্বিতীয় নেয়ামত হল سعة

مرغما كثيرا -এর উদ্দেশ্য সম্পর্কে ইমাম রাযী (রহ.) বলেছেন, আল্লাহ্র জন্য নিজ-নগর ত্যাগ করে অন্য কোন নগরে গমনকারী ব্যক্তি তার নতুন নিবাস-নগরে প্রভুত কল্যাণ ও নেয়ামত লাভ করবে। আর এ বিষয়টি তার ত্যাগকৃত নগরের অধিবাসীদের জন্য অপমানজনক হবে। কারণ, যখন সে ব্যক্তির সুখ-শান্তির সংবাদ তার দেশবাসীর নিকট পৌঁছাবে, তখন তার সঙ্গে নিজেদের কৃত অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা ভেবে তারা লজ্জিত হবে এবং সেটা তাদের মুখে অপমানের কালিমা লেপন করে দিবে।[২]

আর سعة দ্বারা উদ্দেশ্য রিযিকের সচ্ছলতা। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুমা, ইমাম রবী', ইমাম যহ্হাক,[৩] ইমাম 'আতা[৪] এবং জমহূর আলেমগণ سعة -এর এ ব্যাখ্যাই দান করেছেন।[৫]

---

১ সূরা নিসা- ১০০

২ তফসীরুল কবীর- ১১/১৫ ; তফসীরুল কাসেমী- ৫/৪০৭ ; তফসীরুত্তাহ্রীর ওয়াত্তানবীর-৫/১৮০

৩ তফসীরুল মুহাররিরুল ওজীয- ৪/২৩৮ ; যাদুল মাসীর- ২/১৭৯ ; তফসীরুল কুরতবী- ৫/৩৪৮

৪ ফতহুল কদীর- ১/৭৬৪

৫ যাদুল মাসীর- ২/১৭৯ ; রুহুল মা'আনী- ৫/১২৭ ; তাফসীরুল মানার- ৫/৩৫৯ ; আইসারুত্তাফাসীর- ১০/৪৪৫

ইমাম কাতাদা (রহ.) سعة -এর তফসীর প্রসঙ্গে বলেন—

المعنى : سعة من الضلالة الى الهدى ، ومن العيلة الى الغنى -

গোমরাহীর সঙ্কীর্ণতার বদলে হিদায়তের প্রশস্ততা এবং দরিদ্রতার বদলে সচ্ছলতা।[১]

ইমাম মালেক (রহ.) বলেন, السعة سعة البلاد

অর্থাৎ, নগরের প্রশস্ততা।[২]

ইমাম কুরতবী (রহ.) উপরোক্ত তিনটি অভিমত সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, 'ইমাম মালেক (রহ.)-এর ব্যাখ্যাটিই আরবী ভাষা-বিশুদ্ধতার সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ। কারণ, যমীন ও আবাসের প্রশস্ততার ফলে রিযিকে সচ্ছলতা আসে এবং মনও ভাবনামুক্ত হয়। পাশাপাশি জীবনে স্বাচ্ছন্দ্যের অন্যান্য সামগ্রিও সহজলভ্য হয়ে ওঠে।[৩]

আয়াতের উল্লিখিত তফসীর প্রসঙ্গে বর্ণিত তিনটি অভিমতের যে মতটিই গ্রহণ করা হোক না কেন, তাতে একথাটি স্পষ্ট বা পরোক্ষভাবে উল্লেখ আছে যে, আল্লাহ্‌র রাস্তায় হিজরত করা সচ্ছল জীবিকা লাভের পক্ষে সহায়ক। এটা আল্লাহ্ পাকের ওয়াদা। আর আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের ওয়াদা সত্য ও সুনিশ্চিত। এ বিষয়টির ঘোষণা আল্লাহ্ পাক নিজেই দান করে বলেছেন—

ان وعد الله حق و لكن اكثرهم لا يعلمون -

নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ পাকের প্রতিশ্রুতি সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই তা জানে না।[৪]

তাছাড়া আল্লাহ্ পাক কখনো প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। এ সম্পর্কে পবিত্র কোরআনে এরশাদ করেন—

وعد الله لا يخلف الله وعده و لكن اكثر الناس لا يعلمون -

---

১ তফসীরুল কুরতবী- ৫/৩৪৮ ; তফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৫৯৭

২ তফসীরুল কুরতবী- ৫/৩৪৮ ; তফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৫৯৭

৩ তফসীরুল কুরতবী- ৫/৩৪৮ ; তফসীরে ইবনে কাসীর- ১/৫৯৭

৪ সূরা ইউনুস- ৫৫

আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তাঁর প্রতিশ্রুতি খেলাফ করবেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না।[১]

জগতের ইতিহাস এ সত্যের প্রমাণ বহন করে চলেছে। আজও জগতে আল্লাহ্ পাকের এ প্রতিশ্রুতির সত্যতা দিপ্যমাণ রয়েছে। ইসলামের ইতিহাস সম্পর্কে যৎসামান্য জ্ঞানও যার রয়েছে, নিশ্চয় তার অজানা নয় যে, হযরত সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুম যখন আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মাতৃভূমি মক্কায় নিজেদের আত্মীয়-পরিজন, ঘর-বাড়ী ও অর্থ-সম্পদ সব ছেড়ে মদীনায় হিজরত করলেন, তখন আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন পারস্য-সিরিয়া ও ইয়ামনের সমস্ত ধন-দৌলত তাঁদের পায়ের কাছে এনে উপস্থিত করলেন। সিরিয়ার অরুণ-প্রাসাদ, মাদায়েনের শ্বেতশুভ্র-মহলশ্রেণী তাদের অধিকারে এনে দিলেন। সানা'র ধনভাণ্ডারের দরজা তাদের জন্য খুলে দিলেন। পারস্য ও রোম সম্রাটদের রত্নভাণ্ডার এনে তাদের পায়ের কাছে স্তুপ করে দিলেন।

ইমাম রাযী রহ্‌মাতুল্লাহি আলাইহি উপরোক্ত আয়াতের তাফসীরের সারাংশ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন—

'পবিত্র আয়াতের সারমর্ম হলো এই—যেন তাতে একথাই বলা হয়েছে যে, ওহে মানুবকুল! যদি তোমরা এই আশঙ্কায় হিজরত করতে সঙ্কোচ বোধ করে থাক যে, ভিনদেশে তোমাদেরকে নানাবিধ কষ্ট-মসিবত ভোগ করতে হবে, তাহলে এখনই মস্তিষ্ক থেকে সে চিন্তাটি বের করে দাও। বরং জেনে রাখ, হিজরত করে তোমরা যে দেশেই যাবে, সেখানেই আল্লাহ্ পাক তোমাদেরকে এত অধিক পরিমাণে নেয়ামত ও মর্যাদা দান করবেন যে, যারা তোমাকে হিজরতে বাধ্য করেছিল, তোমার অবস্থা দেখে সেই দেশবাসীর মাথা লজ্জায় হেট হয়ে আসবে। আর আপাত কষ্টের এই হিজরত তোমার সচ্ছল-জীবনের কারণ হয়ে দাঁড়াবে।[২]

---

১ সূরা রূম- ৬

২ তফসীরুল কবীর- ১১/১৫

শেষ কথা

সমস্ত প্রশংসা, স্তুতি ও কৃতজ্ঞতা আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের জন্য যিনি আমার ন্যায় একজন অধম ও অযোগ্য ব্যক্তিকে এ বিষয়ে কলম ধারণ করার তৌফিক দান করেছেন। এখন তাঁর কাছেই মিনতি ভরা প্রার্থনা—তিনি যেন আমার এই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ প্রচেষ্টাকে কবুল করে নেন। সম্মানিত পাঠকদের সামনে আমি আবারো গোটা আলোচনাটাকে সংক্ষিপ্ত আকারে পেশ করছি।

রাব্বুল আলামীন কিছু বিষয়কে রিযিক প্রাপ্তি ও সচ্ছলতা লাভের উপায়রূপে নির্ধারণ করেছেন। তন্মধ্য হতে শুধু দশটি বিষয়কে আমি এ পুস্তকে উল্লেখ করেছি। বিষয়গুলো নিম্নরূপ—

১. তওবা ও ইস্তেগফার।
২. তাকওয়া ও খোদাভীতি।
৩. আল্লাহ্ ভরসা।
৪. ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়া।
৫. হজ্জ ও ওমরা পালন।
৬. আত্মীয়তার সম্পর্ক সমুন্নত রাখা।
৭. আল্লাহ্র রাস্তায় ব্যয় করা।
৮. তালিবে ইল্ম তথা দ্বীনের শিক্ষার্থীদের পিছনে ব্যয় করা।
৯. দুর্বল ও অসহায়দের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন করা।
১০. আল্লাহ্র রাস্তায় হিজরত করা।

(ক) তওবা ও ইস্তেগফার শুধু মৌখিক হলেই হবে না। বরং সঙ্গে সঙ্গে অন্তরে কৃত গোনাহের জন্য লজ্জা ও অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে তা থেকে আত্মরক্ষা করে চলার সুদৃঢ় সংকল্প থাকতে হবে। পাশাপাশি

কর্মের মাধ্যমেও মন ও মুখের সঙ্গে সঙ্গতি প্রকাশ করতে হবে।

(খ) তাকওয়া বা খোদাভীতি শুধু পরহেযগারীর মৌখিক দাবীর নাম নয়। বরং তা হলো এমন সব বিষয় হতে নিজেকে রক্ষা করে চলা যা তাকে গোনাহ্-গারদের কাতারে নিয়ে দাঁড় করিয়ে দিবে। আল্লাহ্ পাকের আদেশ-নিষেধ-সমূহের পরিপূর্ণ অনুগমন করে চলা। এবং এমন সব কথা, কাজ ও বিশ্বাস হতে নিজেকে রক্ষা করে চলা যা তাকে আল্লাহ্ পাকের আযাবের যোগ্য করে দিতে পারে।

(গ) তাওয়াক্কুল অর্থ জীবিকা অর্জনের চেষ্টা পরিত্যাগ বা পরিহার করা নয়। কারণ, জীবিকা অর্জনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা তো প্রতিটি মুসলমানেরই কর্তব্য। তবে জীবিকা লাভের ব্যাপারে মুসলমানের ভরসা নিজের চেষ্টা ও পরিশ্রমের উপর থাকবে না, থাকবে পরিপূর্ণরূপে মহান রাব্বুল আলামীনের উপর।

(ঘ) আল্লাহ্ পাকের ইবাদতের জন্য ফারেগ হওয়ার অর্থ এ নয় যে, জীবিকা অর্জনের সমস্ত চেষ্টা, এবং দৈনন্দিন জীবনের প্রাত্যহিক সব কর্মকাণ্ড পরিহার করে দিন-রাত শুধু মসজিদে বসে ইবাদতে মশগুল হয়ে থাকতে হবে। বরং এর অর্থ হল, আল্লাহ্ পাকের ইবাদত করতে হবে পরিপূর্ণ ধেয়ান, নিষ্ঠা ও মনোযোগ এবং খুশু-খুযুর সাথে।

(ঙ) 'সেলায়ে রেহ্মী' তথা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা শুধু অর্থনৈতিক সহযোগিতা বা হাদিয়া-তোহ্ফা প্রদানের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং আত্মীয়-স্বজনের ভাল-মন্দ খোঁজখবর নেয়া, তাদের দুর্দিনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়া এবং বিপদ হতে উদ্ধার করার সর্বাত্মক চেষ্টা করা—চাই তা আর্থিক সহযোগিতার মাধ্যমেই হোক বা অন্য যে কোন উপায়ে হোক—এটাই প্রকৃত 'সেলায়ে রেহ্মী'।

নাফরমান ও আল্লাহ্ পাকের বিধানের প্রকাশ্য বিরোধিতাকারী আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহ্মী'-র পদ্ধতিটি অবশ্য কিছুটা ভিন্ন। তাদের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহ্মী'-র স্বাভাবিক নিয়ম অনুযায়ী গনিষ্ঠ সম্পর্ক অব্যাহত রাখা এবং তাদের অপকর্মসমূহ প্রত্যক্ষ করা সত্ত্বেও তাদের সঙ্গে সখ্যতার সম্পর্ক বজায় রাখা, চাই মনে মনে

তাদের কর্মকাণ্ডসমূহ যতই ঘৃণা করা হোক না কেন, এটা 'সেলায়ে রেহ্মী'-র সঠিক পদ্ধতি নয়। বরং তাদের সঙ্গে 'সেলায়ে রেহ্মী'-র দাবী হলো—তাদেরকে স্পষ্ট ধ্বংস তথা জাহান্নাম হতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে পাপাচারের পথ হতে নেকী ও পুণ্যের পথে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক চেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে। আর সে জন্য নিজের সমস্ত শক্তি, চেষ্টা ও সাধ্যকে ব্যয় করে দিতে হবে।

আলোচনার এ পর্যায়ে এসে আমি আমার মুসলমান ভাইদের প্রতি এমর্মে সবিনয় অনুরোধ রাখবো যে, আপনারা জীবিকা অর্জনের জন্য আপনাদের গৃহিত পেশার পাশাপাশি কোরআন ও হাদীসের আলোকে বর্ণিত উপায়গুলোও আপনাদের জীবনে আপন করে গ্রহণ করে নিন। প্রকৃতপক্ষে যাবতীয় খয়ের ও বরকত এবং কল্যাণ ও মঙ্গল আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীনের প্রদর্শিত পথে চলার মাধ্যমেই অর্জিত হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে খোদ আল্লাহ্ পাক এরশাদ করেন—

يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم

واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون

'হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য কর, যখন তোমাদের সে কাজের প্রতি আহ্বান করা হয়, যাতে রয়েছে তোমাদের জীবন। জেনে রেখো, আল্লাহ্ মানুষের এবং তার অন্তরের মাঝে অন্তরায় হয়ে যান। বস্তুতঃ তোমরা সবাই তাঁরই নিকট সমবেত হবে।' —আনফাল-২৪

তেমনিভাবে যাবতীয় অকল্যাণ ও অমঙ্গল এবং দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনা আল্লাহ্ পাকের প্রদর্শিত পথ হতে দূরে সরে যাওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে। এ সম্পর্কে আল্লাহ্ পাক বলেন—

ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى * قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا * قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى *

'এবং যে আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেবে, তার জীবিকা সংকীর্ণ হবে এবং আমি তাকে কেয়ামতের দিন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করব। সে বলবে, হে আমার পালনকর্তা, আমাকে কেন অন্ধ অবস্থায় উত্থিত করলেন ? আমি তো চক্ষুষ্মান ছিলাম। আল্লাহ্ বলবেন, এমনিভাবে তোমার কাছে আমার আয়াতসমূহ এসেছিল, অতঃপর তুমি সেগুলো ভুলে গিয়েছিলে। তেমনিভাবে আজ তোমাকে ভুলে যাব।'—সূরা ত্বো-হা- ২৪-২৬

আল্লাহ্ পাক আমাদের সকলকে তাঁর পথে চলার তৌফিক দান করুন। আমীন।

و صلى الله تعالى على نبينا و على آله و اصحابه و اتباعه و بارك

و سلم ـ و آخر دعونا ان الحمد لله رب العالمين

— ▣ —

নাদিয়াতুল কুরআন প্রকাশনী

নাদিয়া ভবন, ৫৯ চকবাজার। ইসলামী টাওয়ার, ১১ বাংলাবাজার, ঢাকা।